



যুব প্রবণতা

জুন ২০২৫



ঈশ্বরের আনুগত্য করো এবং তাঁর
নিখুঁত ইচ্ছা পালন করো।

দিকনির্দেশনা নির্ধারক

ভূমিকা

প্রিয় তরুণ বন্ধুরা,

যীশুর মহিমাঘনিত নামে তোমাকে শুভেচ্ছা!

বাইবেল ঘোষণা করে যে, তোমরা, যুবকেরা, শক্তিশালী। হ্যাঁ, প্রভুর এক সুন্দর পরিকল্পনা আছে যা কেবল তোমাদের জন্যই তৈরি। যখন একজন ব্যক্তি ঐশ্বরিক পরিকল্পনার কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং তা মেনে চলার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন তাদের জীবন ঐশ্বরিক উৎকর্ষতা বিকিরণ করতে শুরু করে। কিন্তু যারা ঈশ্বরের নির্দেশিত পথে চলতে দ্বিধা করে তারা প্রায়শই অপ্রয়োজনীয় বিভ্রান্তি, যন্ত্রণা এবং বিপদের মধ্যে নিজেদের আটকে রাখে।

অনেক সময়, জাগতিক জ্ঞান ঈশ্বরের নিখুঁত ইচ্ছা পূরণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যখন প্রভুর বাক্য ভাববাদী জোনার কাছে এসেছিল, তাকে নীনবী নগরীতে গিয়ে ঈশ্বরের বার্তা ঘোষণা করার নির্দেশ দিয়েছিল, তখন যোনা পরিকল্পনা বা নির্দেশনায় সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাই, ঈশ্বরের আদেশের কাছে আত্মসমর্পণ করার পরিবর্তে, তিনি নিজের পথে চলে গিয়েছিলেন। সেই অবস্থায় তাকে ঝড়, সমস্যা এবং গভীর দুর্দশার দিকে নিয়ে গিয়েছিল। যখন তিনি অনুতপ্ত হয়েছিলেন এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন, তখনই তিনি মূলত তাকে দেওয়া মিশনটি সম্পন্ন করেছিলেন।



ঈশ্বরের পরিকল্পনা এবং প্রজ্ঞা মানুষের বোধগম্যতার বাইরে। যদি তিনি এক মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু প্রকাশ করে দেন, তাহলে আমরা তা উপলব্ধি করতে পারব না। এই কারণেই তিনি আমাদের ধাপে ধাপে নেতৃত্ব দ্বারা -তিনি আরও প্রকাশ করতে থাকেন।

ঈশ্বর এমন যুবকদের খুঁজছেন যারা তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হৃদয়ে মেনে চলবে এবং তাঁর দেখানো পথে চলবে। আপনিও সেই যুবক হতে পারেন যাকে তিনি খুঁজছেন! যদি আপনি আত্মসমর্পণ করেন, তাহলে আপনিও আপনার জীবনে তাঁর অপূর্ব নির্দেশনা প্রত্যক্ষ করবেন।

ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে এবং তাঁর নেতৃত্ব অনুসরণ করে প্রতিটি প্রেরিতই শহর ও জাতির পুনরুজ্জীবনের জন্য এক শক্তিশালী আহ্বাজে পরিণত হয়েছিলেন। তোমাদের মধ্যেও সেই একই আগুন জ্বলতে দিও। দৃঢ়সংকল্প নিয়ে জেগে ওঠো, তাঁর নির্দেশ বেছে নাও এবং খ্রীষ্টের বার্তা নিয়ে উদ্যোগের সাথে দৌড়াও। আমাদের জাতির যীশুকে জানা দরকার!

ভারত - তৃষ্ণার্ত এবং ভারী হৃদয়ে ভরা একটি ভূমি - আধুনিক কালের তীমথিদের জন্য অপেক্ষা করছে যারা জেগে উঠবে এবং তাদেরকে ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাওয়ার পথ দেখাবে।

তাহলে ওঠো, যুবক! ওঠো, যুবতী!

ভূমিই সেই তীমথিয় যাকে ঈশ্বর আজ খুঁজছেন!

ক্রিস্টের মিকিওন
মোহন সি. লাজারাসে



খ্রিস্টান

আপনি কি কখনও ভেবে দেখেছেন যে, আধুনিক পরিবহন এবং প্রযুক্তির সুবিধা ছাড়াই, যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের পর তাঁর সুসমাচার কীভাবে দ্রুত অগণিত মানুষের কাছে ছড়িয়ে পড়েছিল? এবং আপনি কি কখনও ভেবে দেখেছেন কেন?

সময়ের সাথে সাথে, সেই তীব্র বিস্তার কি কমে যেতে লাগলো? “তখন যীশু তাদের কাছে এসে বললেন, ‘স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত কর্তৃত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে। অতএব, তোমরা যাও এবং সমস্ত জাতির লোকদের শিষ্য কর, পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মার নামে তাদের বাপ্তিস্ম দাও এবং আমি তোমাদের যা যা আদেশ করেছি তা পালন করতে তাদের শিক্ষা দাও। আর অবশ্যই আমি ইয়ুগের শেষ পর্যন্ত সর্বদা তোমাদের সাথে আছি।” (মথি ২৮:১৮-২০)



যীশুর “যাও” আদেশ পালন করে, তাঁর শিষ্যরা সাহসের সাথে যাত্রা শুরু করেন, অনেককে তাঁর অনুসারীতে পরিণত করেন এবং বিভিন্ন অঞ্চলে গির্জা প্রতিষ্ঠা করেন। এমনকি শৌল, যিনি একসময় এই নতুন গির্জাগুলিকে তাড়না করতেন, পরে তিনি পৌল হয়েছিলেন এবং অসংখ্য গির্জা স্থাপন করেছিলেন এবং ঈশ্বরের অনেক দাস তৈরি করেছিলেন।

১৮শ এবং ১৯শ শতাব্দীতে, গির্জাগুলিতে “বেদীর ডাক” প্রচার করা সাধারণ হয়ে উঠেছিল, যারা মিশনারি হিসেবে কাজ করার জন্য আকাঙ্ক্ষিত বোধ করত। প্রতিটি পুনর্জাগরণ সভার শেষে, অসংখ্য কর্মী উঠে দাঁড়াতেন, বেদীর ডাকে সাড়া দিতেন, এবং তাদের মাধ্যমে, সমগ্র জাতি খ্রীষ্টের জন্য আলোড়িত হতো।

আজকাল, আমরা প্রায়শই বুক চাপড়াই এবং আমাদের গির্জার মধ্যে অসংখ্য আত্মা নিয়ে গর্ব করি। কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়ে গেছে: আমাদের মণ্ডলী থেকে সত্যিকার অর্থে কতজন কার্যকরী উদ্ভব হয়েছে?

এটা দেখে হৃদয় বিদারক যে, ২৫ বা ৩৫ বছর ধরে বিশ্বাসে থাকার পরেও, অনেক বিশ্বাসী তাদের পুরো জীবন কেবল বিশ্বাসী হিসেবেই কাটান, মিশনের ক্ষেত্রে পা না রেখেই।

আমরা যাদের “যাও” আদেশ করা হয়েছিল-

বরং আমরা কি অনেক দূরে চলে গেছি?

এই অবস্থা কি কখনো পরিবর্তন হতে পারে?

এই কষ্টকর বাস্তবতা কি কখনও পরিবর্তিত হবে?

ভারতে, কত শহর, গ্রাম, রাস্তাঘাট এবং কোণ এখনও সুসমাচারের দ্বারা অপ্রকাশিত এবং অজ্ঞাত?

প্রিয় ভাই ও বোন... আজ কি তোমরা সেই রাস্তাগুলির মধ্যে একটিতে পৌঁছানোর সংকল্প করবে?

**“ফসল প্রচুর,
কিন্তু কার্যকরী
সংখ্যায় কম।” (মথি ৯:৩৭)**

মুক্ত পরিচয়!

দক্ষিণ তামিলনাড়ুর এমন একটি পরিবারে জন্মগ্রহণকারী,
যাদের যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে কোন জ্ঞান ছিল না, পাপপূর্ণ
অভ্যাসের দাসত্বে আচ্ছন্ন এবং মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল,

এই যুবকটি ঈশ্বরের দ্বারা উদ্ধার
পেয়েছিলেন। আজ, তিনি মনেপ্রাণে
অনেকের কাছে সুসমাচার প্রচার করেন।
আমরা কি শুনব তার জীবন কীভাবে
ঘুরে দাঁড়াল?



তোমার পরিবার এবং তোমার শৈশব সম্পর্কে বলো?

আমার নাম নাসিরাজন। তিরুনেলভেলি জেলার একজন
ধর্মপ্রাণ হিন্দু বাবা-মায়ের ঘরে আমার জন্ম হয় প্রথম সন্তান
হিসেবে। আমার এক ছোট ভাই এবং এক বোন আছে। আমার
বাবা একজন গাড়িচালক হিসেবে কাজ করেন এবং আমার দুই
ভাইবোন বেসরকারি কোম্পানিতে কর্মরত। আমি বর্তমানে
একজন প্লাস্টার এবং ইলেকট্রিশিয়ান হিসেবে কাজ করি।

আমাদের পরিবার ধর্মীয় ঐতিহ্যে বিশ্বাসী
ছিল। খুব ছোটবেলা থেকেই, মন্দিরে নৈবেদ্য
হিসেবে আমি চারবার মাথা মুগুন করেছিলাম। আমরা
অনেক আচার-অনুষ্ঠান পালন করতাম, যার মধ্যে ছিল
মঙ্গলবার এবং শুক্রবারের পূজা। প্রতি বছর, আমরা পরিবার
নিয়ে আমাদের বংশ দেবতার মন্দিরে যেতাম। আমি গভীরভাবে
ধার্মিক ছিলাম এবং দেবতাদের প্রতি আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

আসলে, আমি খ্রিস্টানদের অপছন্দ করতাম। পবিত্র তামিল
মাস মারগাঝি তে, আমি ভোর ৫ টায় ঘুম থেকে উঠতাম,
কপালে পবিত্র ছাই দিতাম এবং ভজন শোভাযাত্রায় অংশ
নিতাম। ছোটবেলা থেকেই আমি এইভাবেই ধার্মিক লালন-
পালনের মধ্যে দিয়ে চলতাম।



তোমার লালন-পালন ছিল নিষ্ঠায় পরিপূর্ণ। তোমার শিক্ষার ব্যাপারে কীছিল?

পড়াশোনার দিক থেকে আমি সবসময়ই একজন সাধারণ ছাত্র ছিলাম। প্রতিবার যখনই আমার রিপোর্ট কার্ড আসত, তখনই বাবার কাছ থেকে আমাকে মারধর এবং বকাঝকাপেতে হত। তিনি প্রায়শই বলতেন যে আমি কেবল গরু চরানোর জন্য উপযুক্ত। পড়াশোনায় আমার এতটাই সমস্যা হত যে ভয়ে আমি আমার রিপোর্ট কার্ডে তার স্বাক্ষর জাল করে ফেলতাম এবং এর জন্য আরও বেশি শাস্তি পেতে হত।

আমি কোনোভাবে দশম শ্রেণী পাশ করতে পেরেছিলাম, যা একটা বড় ধাপ ছিল আমার নিজের জন্য। আমি স্কুলে পড়া বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিই এবং কাজ শুরু করি। সেই সময়, একজন ভাই পরামর্শ দেন, “তুমি কেন IT তে পড়ছনা? এটা তোমায় অনেক সাহায্য করবে।” তাই আমি এক বছরের জন্য IT মেকানিক্যাল কোর্সে ভর্তি হই। কিন্তু তারপরও, আমি পড়াশোনার সাথে মানিয়ে নিতে পারিনি। সেটা ছিল আমার কিশোর বয়সের পর্যায়।

তোমার পড়াশোনায় অনেক কষ্ট হয়েছে... এরপর কী হলো?

আমার প্রশিক্ষণের পর, আমার বাবার এক বন্ধু আমাকে তার ওয়ার্কশপে চাকরি দিয়েছিল। আমি সেখানে প্রায় দেড় বছর কাজ করেছি। আমার বস একজন ক্রমাগত সিগারেট সেবনকারী ব্যক্তি ছিলেন। তাকে ধূমপান করতে দেখে আমার মধ্যে একটা কৌতূহল জেগে ওঠে, যদিও আমি প্রথমে চেষ্টা করিনি।

এই সময়ে আমার অনেক বন্ধু হয়েছিল। আমরা একসাথে রাস্তায় ঘুরে বেড়াইতাম, চাইতাম আমাদের এলাকায় অন্যরা আমাদের ভয় পাক এবং সম্মান করুক। আমার বন্ধুরা সিগারেট এবং গাঁজার মতো মাদক ব্যবহার করত, প্রায়শই আমাকেও এগুলো খেতে দিত। আমি যখন নাকচ করতাম, তখন তারা আমাকে ঠাট্টা করে বলত, “যদি তুমি তোমার বয়সে এটা চেষ্টা না করো, তাহলে কখন করবে?” প্রথমে এটা কঠিন ছিল, কিন্তু একবার শুরু করার পর, আমি এটা উপভোগ করতে শুরু

করলাম। আমি বুঝতে পারিনি যে আমার জন্য কী ভয়াবহ পরিণতি অপেক্ষা করছে।

ওহ না... তাহলে মাদক সেবনের পর তোমার জীবন বদলে গেল?

আমি ভীষণভাবে আসক্ত হয়ে পড়েছিলাম। অবশেষে, আমার চাকরি চলে গেল। আমার অভ্যাসের খরচ জোগাতে আমি বাড়ি থেকে চুরি করতে শুরু করলাম। এমনকি বন্ধুদের জন্য মাদক কিনতেও শুরু করলাম। মাদকের প্রতি আমার আসক্তি আমাকে এতটাই তীব্র মানসিক অস্থিরতার মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল যে আমি নিজেকে একটি ভয়াবহ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দ্বা প্ৰাপ্তে পৌঁছে দিয়েছিলাম। হতাশার শেষ মুহূর্তে, আমি আমার বিশ্বস্ত মাসির সাথে আমার কষ্ট ভাগ করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম, ভাবলাম জীবন শেষ করার আগে আমার কারও সাথে কথা বলা উচিত। আমার বিচার করার পরিবর্তে, তিনি আমাকে নালুমাবাদীতে নিয়ে গেলেন, আমাকে এমন একটি জীবনরক্ষার প্রস্তাব দিলেন যা আমি কখনও আশা করিনি।



সেদিন মোহন কাকা পাপ সম্পর্কে কথা বলেছিলেন - এটি কতটা বিপজ্জনক এবং ধ্বংসাত্মক। মনে হয়েছিল বার্তাটি আমার দিকেই নির্দেশিত। প্রার্থনার সময়, কাকা ঘোষণা করেছিলেন, “আজ এক যুবক এখানে এসেছে, এই সভা শেষ হওয়ার পরে নিজের জীবন শেষ করার পরিকল্পনা করছে, কিন্তু প্রভু তোমাকে মুক্ত করবেন এবং তোমাকে একটি নতুন জীবন দেবেন।”

হঠাৎ, একটা উজ্জ্বল আলো আমাকে স্পর্শ করল। যদিও আমি পিছনে বসে ছিলাম, আমি অজান্তেই এগিয়েগিয়ে বেদির উপর পড়ে গেলাম। সেই মুহূর্তে, যে অশুচি আত্মা আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছিল, সেই আত্মাটি চলে গেল। আমি একজন নতুন মানুষ হয়ে গেলাম।

অসাধারণ... সেই রূপান্তরের পর তোমার জীবনে কী পরিবর্তন এসেছে?

সেই দিন থেকে, পাপপূর্ণ অভ্যাসের প্রতি আমার আর কোন আকাঙ্ক্ষা রইল না। ঈশ্বর আমাকে চাকরি দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন। তাঁর হাত ধরে আমার জীবন সমৃদ্ধ হতে শুরু করে। ২০২২ সালে, নালুমাবাদীতে একটি যুব শিবিরের সময়, মোহন আংকেল এবং ভিনসেন্ট আংকেল ধর্মপ্রচারের জরুরিতা এবং প্রার্থনার শক্তি সম্পর্কে কথা বলেছিলেন।



যখন আমি জাতির আধ্যাত্মিক চাহিদার কথা শুনতাম, তখন আমি যখনই পারতাম সুসমাচার প্রচার করার জন্য নিজেকে সমর্পণ করতাম। ছুটির দিনে, আমি তিরুনেলভেলি এলাকার অন্যান্য যুবকদের সাথে সুসমাচার প্রচারের কাজে হাত মেলাতাম। ট্র্যাক্টস বিতরণ এবং সুসমাচার প্রচারের মাধ্যমে, অনেক আত্মা খ্রীষ্টের দিকে ফিরে এসেছিল।

অসাধারণ! তুমি যখন ধর্মপ্রচার করছিলে, তখন কি কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল? তুমি কি একটা শেয়ার করতে পারো?

হ্যাঁ! একবার, আমাদের দল গ্রামে প্রচারের জন্য গিয়েছিল। একটি নির্দিষ্ট গ্রামে, একটি সাইনবোর্ড ছিল যেখানে লেখা ছিল, “বহিরাগতদের প্রবেশ নিষেধ।” আমাদের দল আমাদের পিছনে ফেলে রেখে গেল, এবং জায়গাটি জনশূন্য দেখাচ্ছিল। আমরা আরও এগিয়ে যেতে যেতে, আমরা দুজন বয়স্ক মহিলাকে একটি বারান্দায় বসে গল্প করতে দেখলাম। আমরা তাদের কাছে গিয়ে তাদের সুসমাচারের ট্র্যাক্ট গুলি দিয়ে বললাম, “যীশু তোমাদের ভালোবাসেন।” ঠিক তখনই, আমার সাথে থাকা ভাইটি পবিত্র আত্মার পরিচালনা অনুভব করলেন, “অসুস্থদের জন্য প্রার্থনা করো।” তাই, আমরা মহিলাদের জিজ্ঞাসা করলাম, “এই গ্রামে কি কেউ অসুস্থ আছেন? আমরা তাদের জন্য প্রার্থনা করতে চাই।” তারা গ্রামের শেষ বাড়ির দিকে ইঙ্গিত করে বলল, “ওখানে কেউ অনেক দিন ধরে শয্যাশায়ী।” আমরা বাড়িটি খুঁজে পেলাম এবং প্রবেশপথে একজন মহিলার সাথে কথা বললাম, যিনি আমাদের ভিতরে নিয়ে গেলেন। ভেতরে একজন লোক প্রস্রাবের ব্যাগ লাগিয়েশুয়ে ছিল। আমি আমার সাক্ষ্য শেয়ার করলাম - কীভাবে আমিও এমন একটি পরিবার থেকে রক্ষা পেয়েছিলাম যারা খ্রীষ্টকে চিনত না। আমরা দুজনেই তার জন্য প্রার্থনা করলাম।

আমরা যখন প্রার্থনা করছিলাম, তখন পবিত্র আত্মা একটি দর্শন দিলেন এবং বললেন, “ওকে উঠে হাঁটতে বলো।” আমি তার হাত ধরে বললাম, “ওঠো এবং হাঁট!” আমাদের অবাক করে দিয়ে সে উঠে দাঁড়ালো এবং হাঁটতে লাগল। তখন পর্যন্ত সে একটিও কথা বলেনি, তাই আমি তাকে বললাম, “তোমার মুখ খুলো এবং ‘যীশু’ বলো।” সে তৎক্ষণাৎ চিৎকার করে বলল, “যীশু!” এক সপ্তাহ পরে যখন আমরা তাকে দেখতে গেলাম, তখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে এবং কাজে ফিরে এসেছে। আজ, তার পরিবারের সবাই যীশুতে বিশ্বাস করে এবং গির্জায় যায়।

তরুণদের উদ্দেশ্যে আপনি কী বলতে চান?

আমার প্রিয় তরুণ বন্ধুরা, আমাদের যৌবনকালে, শয়তান আমাদের পাপের ফাঁদে ফেলার জন্য মন্দ জিনিসগুলিকে ভালো বলে উপস্থাপন করবে। আমরা যদি তার ফাঁদ থেকে বাঁচতে চাই, তাহলে আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্য ধ্যান করতে হবে এবং আমাদের হৃদয়ে তা ধরে রাখতে হবে। কেবলমাত্র বাক্যের মাধ্যমেই আমরা শয়তানকে পরাজিত করতে পারি। এছাড়াও, আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখতে হবে। কেবলমাত্র তখনই আমরা শয়তানের ফাঁদ থেকে রক্ষা পেতে পারি। ঈশ্বর আমাদের এই শেষ সময়ের পুনরুজ্জীবনে ব্যবহার করবেন।

প্রিয় তরুণরা, ভাই নাসিরাজন, যিনি একটি পরজাতিও ধর্মপ্রাণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং মূর্তিপূজার মধ্যে বেড়ে উঠেছিলেন, খ্রীষ্ট তাকে পাপের কবল থেকে উদ্ধার করেছিলেন এবং নতুন জীবন দিয়েছিলেন। আজ, ঈশ্বর তার মাধ্যমে মহৎ কাজ করছেন।

তুমি কি ভয়াভিভূত, এমন মনে করছো যে তোমাকে পাপ থেকে উদ্ধার করতে পারে এমন কেউ নেই? যীশুর দিকে তাকাও। তিনি তোমাকে উদ্ধার করবেন, তোমাকে তাঁর সন্তান করবেন এবং তোমার জীবনকে অনেকের জন্য আশীর্বাদে পরিণত করবেন।



খ্রীষ্টের অবিচল শিষ্যরা!

এই মাসে, “খ্রীষ্টের অবিচল শিষ্য” বিষয়ের অধীনে, আমরা সাধু সুন্দর সিং-এর পুনর্বিবেচনা যোগ্য জীবনের উপর প্রতিফলন করব।

পাঞ্জাব রাজ্যের রামপুর শহরে জন্মগ্রহণকারী সুন্দর সিং এক ধর্মপ্রাণ শিখ পরিবারে বেড়ে ওঠেন। তাঁর বাবা-মা শিখ ধর্মের প্রতি গভীর অনুগত ছিলেন এবং খ্রিস্টধর্মের তীব্র বিরোধী ছিলেন। এমনকি তারা খ্রিস্টান মিশনারিদের উপর পাথর ও কাদা ছুড়তে অন্যদেরও উল্লেখ দিতেন।

তীব্র ধর্মীয় উৎসাহে বেড়ে ওঠা সুন্দর সিং বুকের শিক্ষার প্রতি গভীরভাবে নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। তবুও, তার যৌবনের এক পর্যায়ে, তিনি নিজেকে গভীর বিভ্রান্তির মধ্যে পেয়েছিলেন, অস্থির হৃদয় এবং শান্তির জন্য আকুল আত্মা তাকে যন্ত্রণা দিয়েছিল। সত্যের সেই মরিয়া অনুসন্ধানে, তিনি প্রার্থনায় চিৎকার করে বলেছিলেন, “যদি সত্যিকারের ঈশ্বর থেকে থাকেন, তাহলে নিজেকে আমার কাছে প্রকাশ করুন। আমাকে মুক্তির পথ দেখান এবং আমাকে শান্তি দান করুন।”

ঠিক সেই মুহুর্তে, এক উজ্জ্বল আলোতে ঘরটি ভরে গিয়েছিল, এবং তার ভেতরে সে যীশু খ্রীষ্টের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেল। তার পেরেকবিদ্ধ হাত প্রসারিত করে যীশু তাকে বললেন, “আমি তোমার ত্রাণকর্তা।” সেই ঐশ্বরিক সাক্ষাৎ সুন্দরের হৃদয়কে অবর্ণনীয় আনন্দে ভরে দিল এবং তার জীবনের এক মোড় নিল। সেই দিন থেকে, তার সমগ্র জীবন রূপান্তরিত হয়ে গেল - চিরতরে খ্রীষ্টের সাথে চলার জন্য তিনি প্রতিশ্রুতি বদ্ধ।

সুন্দর যখন খ্রীষ্টকে অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন তার পুরো পরিবার হতবাক হয়ে যায়। ক্রোধে তারা তাকে ঘর থেকে বের করে দেয়। খাওয়ার জন্য কোন খাবার এবং থাকার জন্য কোন আশ্রয় না থাকায়, সুন্দর একটি গাছের নীচে আশ্রয় নেয়। কয়েকদিন পর, তাকে ঘরে ফিরে যেতে দেওয়া হয় - কিন্তু পুরোপুরি স্বাগত জানানো হয়নি। তাকে পরিবার থেকে দূরে বাইরে খেতে দেওয়া হত। তবুও, আনন্দে ভরা হৃদয়ে, তিনি যীশু খ্রীষ্টের জন্য ধৈর্যের সাথে সমস্ত কষ্ট সহ্য করেছিলেন। অবশেষে, তাকে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল এবং আবারও তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এবং মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন। কিন্তু প্রভু, যিনি তাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন, তাকে মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করেছিলেন।

সাধু সুন্দর সিং নিজেকে সম্পূর্ণরূপে খ্রীষ্টের হাতে সমর্পণ করেছিলেন। খালি পা এবং হাতে একটি নতুন নিয়ম ছাড়া আর কিছুই না নিয়ে, তিনি তাঁর আত্মাকে মোহিত করেছিলেন এমন একজনের জন্য যাত্রা শুরু করেছিলেন। “আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশ ছাড়া আমি যেন আর কখনও গর্ব না করি, যার মাধ্যমে জগৎ আমার কাছে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছে, এবং আমি জগতের কাছে” (গালাতীয় ৬:১৪), এই পদটি তাঁর কাছে কেবল একটি বাক্য ছিল না - এটি তাঁর জীবনের পথপ্রদর্শক পতাকা ছিল।

“তিনি প্রায়শই বলতেন, যীশু খ্রীষ্ট যেমন আমার প্রতি তাঁর ভালোবাসার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন, তেমনি আমাকেও তাঁর প্রতি আমার ভালোবাসার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে।” এমনকি তীব্র কষ্টের সময়েও, অসংখ্য উপায়ে, তিনি আনন্দিত এবং ধৈর্যশীল ছিলেন। এক জীবন্ত সাক্ষ্য অনুসারে অনেকেই তাঁর প্রচারিত সুসমাচারের মাধ্যমে খ্রীষ্টকে গ্রহণ করতে অনুরক্ত হয়েছিল।

সাধু সুন্দর সিং, যিনি খ্রীষ্টের জন্য অবিচল ছিলেন, তার মতো আসুন আমরাও তাঁর জন্য বেঁচে থাকি - যীশুর প্রতি আমাদের ভালোবাসার দ্বারা পরিচালিত হই, আমাদের পরিস্থিতি যাই হোক না কেন। আমাদের জীবনেও প্রভুর নাম মহিমান্বিত হোক। আমেন।”

IPS

প্রিয় ভাই,

ছোটবেলা থেকেই আমার একটা স্পষ্ট লক্ষ্য ছিল - একজন IPS অফিসার হব। সেই স্বপ্ন বুকে জ্বালিয়ে, আমি পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে পড়াশোনা করেছি। আমার বয়স এখন ২৪ বছর। আমি দুবার UPSC পরীক্ষা দিয়েছি এবং দুবারই ব্যর্থ হয়েছি। সেই ব্যর্থতাগুলো দেখে গভীরভাবে হতাশ হয়ে, আমি আমার পুরনো কলেজের আমাকে বন্ধুদের সাথে সময় কাটাতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু প্রতিবারই একই বেদনাদায়ক চিন্তা তাদের তাড়া করত - “আমি একজন IPS অফিসার হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলাম, কিন্তু সেই স্বপ্ন ব্যর্থ হয়েছে।” এক বন্ধুর পরামর্শে, অবশেষে আমি আমার মূল লক্ষ্য ত্যাগ করে ভিন্ন চাকরি বেছে নিই। প্রতিদিন ৫ থেকে ৬ ঘণ্টা পড়াশোনা করেও সফল না হওয়ার হতাশা আমাকে পথভ্রষ্ট করে তোলে। আমি এখন ক্ষতিকারক অভ্যাসের দাস হয়ে পড়েছি। উচ্চ আদর্শ দিয়ে শুরু হওয়া জীবন ধীরে ধীরে নীচের দিকে ঝুঁকছে। আমার বাবা-মা, যারা একসময় আমাকে গর্বের সাথে দেখতেন, এখন আমার জন্য শোক করছেন। আমি জানি না কী করব। আমি সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে গেছি, ভেঙে পড়েছি এবং পরাজিত হয়েছি। আমি কি আবার উঠতে পারব? জীবন কি দ্বিতীয় সুযোগ দেয়দয়া করে, আমাকে উঠতে সাহায্য করুন।

- শরৎ, কৃষ্ণগিরি

প্রিয় শরৎ,

আমার প্রিয় ছোট ভাই, তোমার হৃদয়ের যন্ত্রণা আমি সত্যিই বুঝতে পারছি। তুমি আশা এবং শৃঙ্খলা নিয়ে পড়াশোনা করেছিলে, বিশ্বাস করেছিলে যে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমেই সাফল্য আসবে। কিন্তু পরিবর্তে, তুমি ব্যর্থতার মুখোমুখি হয়েছিলে - এবং এর সাথে আসে হতাশা এবং আবেগগত যন্ত্রণা। স্বপ্নে নিজেকে বারবার IPS অফিসার হিসেবে দেখা কতটা কষ্টকর, কিন্তু বাস্তবে সেই স্বপ্ন ভেঙে যেতে দেখা কতটা কষ্টকর তা আমি অনুভব করতে পারি।

শরৎ, UPSC পরীক্ষা দিয়ে IPS অফিসার হওয়ার লক্ষ্য রাখা একটি সুন্দর এবং মহৎ উচ্চাকাঙ্ক্ষা। সব ছাত্র বা তরুণ-তরুণী এই পথে হাঁটার সাহস করে না। কারো কারো মধ্যে সাহসের অভাব থাকে; আবার কেউ কেউ এডিয়ে যান কারণ এই পথে তীব্র প্রচেষ্টা, নিদ্রাহীন রাত এবং অসাধারণ অধ্যবসায় প্রয়োজন। এই কারণেই অনেকেই এর দিকে তাকানও না।

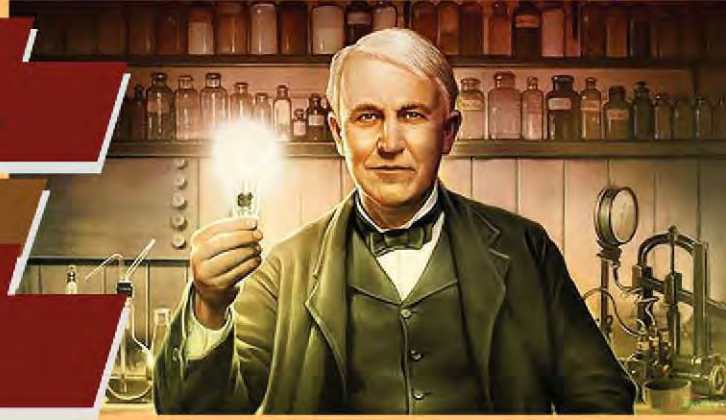
তুমি সঠিক লক্ষ্য বেছে নিয়েছিলে, কিন্তু তুমি হয়তো সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য একটি সুগঠিত পরিকল্পনা তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছো। দুইবার ব্যর্থ হওয়ার অর্থ তুমি জীবনে ব্যর্থ, এই বিশ্বাস করাটাই ছিল আসল ভুল। তুমি কি জানতে না যে তোমার যোগ্যতা এবং পটভূমির উপর নির্ভর করে, সরকার তোমাকে বেশ কয়েকবার পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি দেয়? কেন দুটি পরীক্ষায় থেমে যাওয়া? কেন আরও চারবার চেষ্টা করো নি? মাত্র দুটি চেষ্টা করার পরেই তুমি কীভাবে জয়ের আশা করতে পারো?



অসংখ্য ব্যর্থতার মুখোমুখি হওয়ার পর আব্রাহাম লিংকন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হন।

অসংখ্য ব্যর্থ পরীক্ষার পর, টমাস আলভা এডিসন অবশেষে বৈদ্যুতিক বাস্তু আবিষ্কার করেন এবং পৃথিবীকে বদলে দেন।

স্টিভ জবস ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখোমুখি হন কিন্তু পরবর্তীতে অ্যাপল প্রতিষ্ঠা করেন, যা বিশ্বের অন্যতম সফল কোম্পানি। এবং তালিকা চলছে...



মাত্র কয়েকটি ব্যর্থতার পরে হাল ছেড়ে দিলে স্বাভাবিকভাবেই আত্মবিশ্বাসহীনতা এবং হতাশা আসবে। কিন্তু কখনোই ভুলে যেও না যে, যদি তুমি দৃঢ়তা এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে দৌড়াও, তাহলে সাফল্য অনিবার্য।

করার জিনিস...

► IPS অফিসার হওয়ার তোমার আসল স্বপ্নে ফিরে যাও। আবার সঠিক পথে ফিরে এসো।

► এবার, দুটি প্রচেষ্টা দিয়ে থামবেন না। একটি দৃঢ়, অটল সিদ্ধান্ত নিন: “আমি সফল না হওয়া পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যাব।”

► তুমি ইতিমধ্যেই বুঝতে পেরেছো যে প্রতিদিন ৫-৬ ঘন্টা পড়াশোনা করার পরেও তা যথেষ্ট ছিল না। এখন নিজে থেকে জিজ্ঞাসা করো - তুমি কীভাবে তোমার পড়াশোনার সময়বাড়াবে? তোমাকে প্রতিদিন কমপক্ষে ১০ থেকে ১৪ ঘন্টা প্রস্তুতি নিতে হবে।

4. এডিসনের মতো, যিনি বলেছিলেন, “আমি ১০,০০০ বার ব্যর্থ হইনি, আমি কেবল ১০০০০টি উপায় খুঁজে পেয়েছি যা কাজ করে না,” আপনার অবশ্যই একটি শক্তিশালী মন এবং অটুট ইচ্ছাশক্তি গড়ে তুলতে হবে।

► ব্যর্থতা যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে অথবা তোমার লক্ষ্য পরিবর্তন করতে না পারে কখনো পিছু হটো না। কখনোই কন্মের জন্য সন্তুষ্ট থেকে না।

► শরৎ, তোমার হৃদয়ে এই দৃঢ়সংকল্পটি অবশ্যই বহন করবে: “IPS ব্যাজটি আমার কাঁধে গর্বের সাথে না বসলে আমি বিশ্রাম নেব না।”

► তোমার কারণে এখন যারা দুঃখে ভোগেন, সেই একই বাবা-মা তাদের গর্বিত করে। এত মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করুন, এত গৌরবময়ভাবে সফল হন যে, তারা আনন্দে বাকরুদ্ধ হয়ে যান।

যে বিষয়গুলো এড়িয়ে চলতে হবে...

► তুমি বিষাক্ত অভ্যাস এবং অকার্যকর বন্ধুত্ব রেখে এসেছো, কোনো কারণে - তুমি কখনোই তাদের কাছে ফিরে যেও না। তাদের কাছে যাওয়া বা তাদের বৃত্তে ফিরে যাওয়া এড়িয়ে চল।

► যে ব্যর্থতা একবার তোমাকে আবার চিকিৎসা নিতে বাধ্য করেছিল, যদি তা আবার দেখা দেয়, তাহলে হাল ছেড়ে দিও না। বরং সাহসের সাথে বলো, “আমি আরও একবার চেষ্টা করব!” এবং নতুন শক্তি নিয়ে এগিয়ে যাও।

শরৎ, দায়ুদ নামে একজন লোক ছিল। সে তার লোক, শক্তি, শান্তি সবকিছু হারিয়ে ফেলেছিল, সে হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু প্রভু তাকে শক্তিশালী করেছিলেন। তাকে আবার যুদ্ধ করতে, তার শত্রুদের তাড়া করতে এবং তার হারানো সবকিছু পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করেছিলেন।

সেই একই যীশু, যিনি দায়ুদকে আবার জাগিয়ে তুলেছিলেন এবং তাকে বিজয় দিয়েছিলেন, তিনি তোমাকেও উচ্ছে তুলবেন। ভয় পেও না। আশা নিয়ে এগিয়ে যাও। এবার, ঈশ্বর তোমাকে শক্তিশালী করবেন।

“তিনি ক্লান্তদের শক্তি দেন এবং দুর্বলদের শক্তি বৃদ্ধি করেন।”

যিশাইয় ৪০:২৯

শুভকামনা, শরৎ; তোমার ভবিষ্যতে IPS অফিসার হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

এগিয়ে যেতে থাকো। তোমার দ্বিতীয় সুযোগ অপেক্ষা করছে।



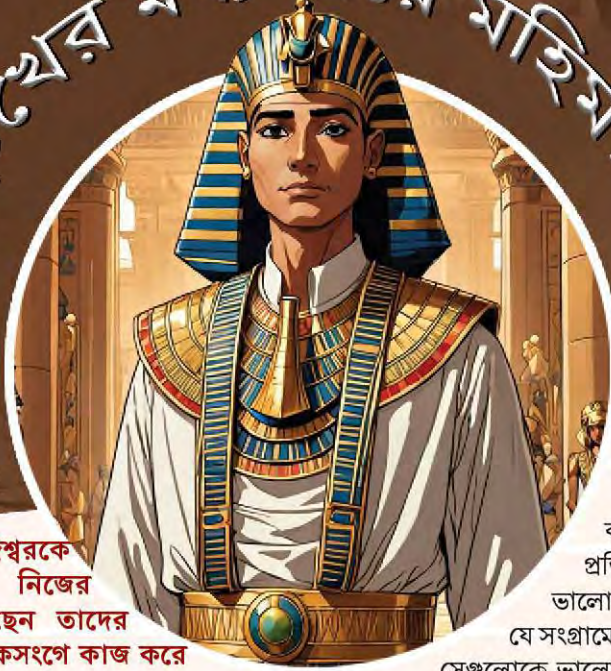
দুঃখের মধ্য দিয়ে মহিমা!



“আমরা জানি যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে, অর্থাৎ ঈশ্বর নিজের উদ্দেশ্যমত যাদের ডেকেছেন তাদের মংগলের জন্য সব কিছুই একসঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে।” (রোমীয় ৮:২৮)

যারা যীশু খ্রীষ্টকে ভালোবাসেন, তাদের জন্য সবকিছুই শেষ পর্যন্ত ভালোর জন্য একসাথে কাজ করে। যে ঈশ্বর মন্দকে ভালোতে পরিণত করেন, তিনি আপনার জীবনের সমস্যাগুলিকে আশীর্বাদে রূপান্তরিত করতে প্রস্তুত। প্রায়শই, যখন শিক্ষার্থীরা খারাপ পরীক্ষার ফলাফল পায়, তখন তারা আবেগপ্রবণ সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু ব্যর্থতার মধ্যেও ভালো কিছু লুকানো থাকে, যদি আমরা তা দেখতে পেতাম। যখন ঈশ্বরের সন্তান কৃতিত্বের মুখোমুখি হয়, তখন ফলাফল ভালোর দিকে পরিচালিত করে। যখন ঈশ্বরের সন্তান ক্ষতির মধ্য দিয়ে যায়, তখন তাদের অবশ্যই হতাশ হওয়া উচিত নয় বরং বিশ্বাস করা উচিত যে প্রভু সেই হতাশাকে আনন্দে পরিণত করবেন।

যদি তুমি ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে উপহাস সহ্য করে থাকো, কষ্ট, কঠিন পরিস্থিতি, জেনে রাখো, আগামীকাল তুমি সেই



জায়গায় সম্মানিত হবে যেখানে তুমি একসময় লজ্জিত হয়েছিলে। তোমাকে সম্মানিত করে তোলা হবে। এই আশ্বাস কেবল আশা নয়, বরং প্রভুর কাছ থেকে একটি প্রতিশ্রুতি: “সবকিছুই একসাথে ভালোর জন্য কাজ করে।” আজ তুমি যে সংগ্রামের মুখোমুখি হও না কেন, প্রভু সেগুলোকে ভালোতে পরিণত করতে চলেছেন।

শেষটা সুন্দর হবে।

দুর্দশার মধ্য দিয়ে যোসেফের পদোন্নতি

পড়ুন: গীতসংহিতা ১০৫:১৭-২২

যাকোবের পুত্র যোষেফ (যাকোব, প্রভুর মনোনীত এবং আশীর্বাদ প্রাপ্ত একজন ধনী ব্যক্তি) তার পিতার কাছে গভীর ভাবে প্রিয় ছিলেন, বিশেষ করে যেহেতু যোষেফ ছিলেন তার কনিষ্ঠ পুত্রদের একজন। ১৭ বছর বয়সে, ঈশ্বর যোষেফকে একটি দর্শন দিয়েছিলেন: “আমি তোমাকে তোমার ভাইদের চেয়ে উন্নত করব।” যদিও তিনি ভালো কিছু প্রত্যাশা করেছিলেন, যোষেফের জীবনের সবকিছুই খারাপের দিকে মোড় নেয়।

ঈর্ষার বশে, তার নিজের ভাইয়েরা তাকে ব্যবসায়ীদের কাছে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়, যারা তাকে মিশরে নিয়ে যায় এবং একজন সরকারি কর্মকর্তা পোটফারের বাড়িতে বিক্রি করে দেয়, কল্পনা করুন যে – যোষেফ, একটি ধনী পরিবারে বেড়ে ওঠা, হঠাৎ করেই একটি বিদেশী দেশে একজন সাধারণ দাসে পরিণত হন।

তবুও, যোষেফ হতাশ হননি। যদিও দর্শনে বলা হয়েছিল যে ঈশ্বর তাকে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত করবেন, তবুও তিনি ছিলেন





একজন দাস। কিন্তু তিনি আশায় আঁকড়ে ধরেছিলেন এবং প্রভুতে আনন্দিত ছিলেন। শীঘ্রই, আরও সমস্যা দেখা দেয়। একজন মহিলার দ্বারা মিথ্যাভাবে অভিযুক্ত হয়ে, তিনি যা করেননি, যোষেফ কে বিনা কারণে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়।

শৃঙ্খলে আবদ্ধ অবস্থায়, তিনি নিজেকে কারাগারে আটক অবস্থায় পেয়েছিলেন, যা তার যৌবনের সেরা সময় হওয়া উচিত ছিল। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন, “আমার ভাইয়েরা আমাকে দাসত্বে বিক্রি করে দিয়েছে, এবং এখন আমি এমন কিছু জন্য কারাগারে পড়েছি যা আমি করিনি। আমার জীবন কি এভাবেই শেষ হবে?” কিন্তু যোষেফ কখনও ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি কে ভুলে যাননি। দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে, এমনকি দুঃখ ও দুঃখের মধ্যেও, তিনি বচসা করেননি, ঈশ্বরকে প্রশ্ন করেননি বা তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে যাননি - কারণ যোষেফ জানতেন যে পরিণতি ভালো হবে।

যখন যোষেফ কারাগারে ছিলেন, তখন মিশরের রাজা তাকে তার স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার জন্য ডেকে পাঠালেন। যোষেফ যখন স্বপ্নের ব্যাখ্যা করলেন, তখন ফরৌণ বললেন, “আমি কখনও ঈশ্বরের আত্মায় এত পরিপূর্ণ কোন যুবক দেখিনি। তুমি এখন এই সমগ্র দেশের দায়িত্ব নেবে এবং দুর্ভিক্ষের সময় এটি তত্ত্বাবধান করবে।” এবং এইভাবে, যোষেফ কে মিশরের প্রধানমন্ত্রী করা হয়েছিল।

যে ভাইয়েরা তাকে দাস হিসেবে বিক্রি করেছিল, তারাও দেখেছিল ঈশ্বর যোষেফকে একটি জাতির শাসক হিসেবে উচ্চীকৃত করেছেন। যোষেফ জানতেন যে দর্শনটি বাস্তবায়িত হবে। তিনি প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করেছিলেন। এবং শেষ পর্যন্ত, সবকিছুই ভালোর জন্য পরিণত হয়েছিল।

ঈর্ষার বশে, তার নিজের ভাইয়েরা তাকে ব্যবসায়ীদের কাছে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়, যারা তাকে মিশরে নিয়ে যায় এবং একজন সরকারি কর্মকর্তা পোটিফারের বাড়িতে বিক্রি করে দেয়। কল্পনা করুন যে - যোষেফ,

একটি ধনী পরিবারে বেড়ে ওঠা, হঠাৎ করেই একটি বিদেশী দেশে একজন সাধারণ দাসে পরিণত হন।

একবার চেন্নাইয়ের একটি উচ্চপদস্থ অফিসে কর্মরত এক ভাইয়ের সাথে আমার দেখা হয়েছিল। তাকে খুব হতাশ দেখাচ্ছিল। যখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম কেন, তিনি উত্তর দিলেন, “আমি যে পদোন্নতির জন্য অপেক্ষা করছিলাম, তারা আমার পরে যোগদানকারী কাউকে পদোন্নতি দিয়েছে। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে এটি আমার হবে। আমি এতদিন অপেক্ষা করছিলাম।” আমি তাকে আশ্বস্ত করেছিলাম যে প্রভু সর্বদা যা ভালো তা করেন, কিন্তু তিনি তার হৃদয়ে শান্তি খুঁজে পাননি। আমি একটি পদ ভাগ করে নিলাম, তার সাথে প্রার্থনা করলাম এবং তাকে তার গন্তব্য পথে পাঠিয়ে দিলাম।

কয়েকদিন পর, সে আমার কাছে ফিরে এলো, আনন্দে উজ্জীবিত হয়ে। “কি হয়েছে?” আমি জিজ্ঞাসা করলাম। সে বলল, “যে লোকটি পদোন্নতি পেয়েছিল তাকে উত্তর ভারতে বদলি করা হয়েছিল! আমি বেঁচে গিয়েছিলাম কারণ আমি তা পাইনি। যদি আমি পেতাম, তাহলে আমাকে আমার পরিবার থেকে দূরে সরে যেতে হতো। দুই মাস পরে, এই ভাইয়ের পদোন্নতি হয়েছিল - কিন্তু চেন্নাই ছেড়ে না গিয়ে।

প্রভু সর্বদা যা ভালো তাই করেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে, আমাদের পক্ষে তা গ্রহণ করা বা এমনকি বোঝা কঠিন হতে পারে।

আপনার কি বর্তমানে বাড়িতে, কর্মক্ষেত্রে, ব্যবসায়ে, অথবা আপনার চারপাশের সম্প্রদায়ের দ্বারা মিথ্যা অভিযোগ আনা হচ্ছে? আপনি কি মিথ্যা দোষারোপ এবং অন্যায্য সমালোচনার ভারে ভারাক্রান্ত? হতাশ হবেন না। হতাশ হবেন না, শেষটা আপনার ভালোর জন্যই হবে।

প্রিয় তরুণরা,

আজ কি তোমরা একা দাঁড়িয়ে আছো, মনে হচ্ছে তোমাদের চারপাশের সবাই তোমাদের ঘৃণা করে অথবা এড়িয়ে চলে? হতাশ হও না!

যিনি যোষেফকে মহামান্বিত করেছিলেন, তিনিই তোমাকেও মহামান্বিত করবেন। তিনি তোমার পরিবারকে উচ্ছে তুলে ধরবেন। তুমি হয়তো এখন ছোট এবং তুচ্ছ মনে করতে পারো কিন্তু শেষ অধ্যায়টি হল উচ্ছে ওঠার অধ্যায়। আদিপুস্তক ৪১:৪১ পদে, মিশরের রাজা ফরৌণ বললেন, “যোষেফ, তুমি সমগ্র মিশরের দায়িত্ব নেবে।” প্রভু তোমাকেও একইভাবে উচুতে তুলবে। কিন্তু মনে রাখবে তোমাকে অবশ্যই পরীক্ষা এবং লজ্জা সহ্য করতে ইচ্ছুক হতে হবে। ঈশ্বর তোমাকে যে দর্শন দিয়েছেন তা দৃঢ়ভাবে ধরে রাখো। কষ্টের মধ্যেও তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে থাকো। যথাসময়ে, তুমি মহিমামান্বিত হবে।



আপনার কোর্স

নির্ণয় করুন

কে জীবনে সাফল্য কামনা না করে?

যদি তুমি একজন বিজয়ী ব্যক্তি হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও, তাহলে তোমার জীবনের যাত্রা অবশ্যই সঠিক পথে এগোবে।

যদি তা না হয়, তাহলে পথভ্রষ্ট জাহাজের মতো, আপনার জীবন বিভ্রান্তি এবং বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেবে।

তাই, যৌবনের এই প্রাণবন্ত ঋতুতে, সঠিক পথ বেছে নাও এবং দৃঢ়তারসাথে তা অনুসরণ করো। সাফল্য অবশ্যই তোমার পিছুপিছু আসবে!

“আমার এরপর কী করা উচিত?” এই প্রশ্নটি অনেকের হৃদয়কে কষ্ট দেয়।

যদি তুমিও একই রকম ভাবো, তাহলে উদ্বিগ্ন হও না। প্রভু তোমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন।

তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, “আমি তোমাকে শিক্ষা দেব এবং তোমার গন্তব্য পথ দেখাব; তোমার উপর আমার প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি রেখে তোমাকে পরামর্শ দেব” (গীতসংহিতা ৩২:৮)।?

যখন লোট আব্রাহামের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যান, তখন তিনি সঠিক দিক নির্ধারণ করতে ব্যর্থ হন।

সদোম ও গমোরা শহরগুলো তার কাছে প্রভুর সবুজ উদ্যানের মতো মনে হয়েছিল, মিশরের উর্বর ভূমির মতো। সেখানে যাওয়ার পরই তিনি এই মর্মান্তিক সত্যটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন:



“সদোমের লোকেরা দুষ্টি ছিল এবং প্রভুর বিরুদ্ধে ভীষণ পাপ করছিল” (আদিপুস্তক ১৩:১৩)। লোট ঈশ্বরের পরামর্শ নেওয়ার জন্য থেমে না থেকে যা তার চোখে ভালো মনে হয়েছিল তা বেছে নিয়েছিলেন। যদি তিনি একটু সাবধানে চিন্তা করতেন, তাহলে তিনি হয়তো এই গুরুতর ভুল এড়াতে পারতেন।

অধিকন্তু, যখন ঈশ্বর সেই শহরগুলিকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তখন তিনি করুণার সাথে লোট এবং তার পরিবারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন:

“সবাইকে বের করে নিয়ে আসবার পর সেই দু’জনের একজন বললেন, “বাঁচতে চাও তো পালাও। পিছনে তাকিয়ো না এবং এই সমভূমির কোন জায়গায় থেমো না। পাহাড়ে পালিয়ে যাও; তা না হলে তোমরাও মারা পড়বে।” (আদিপুস্তক ১৯:১৭)।

তবুও, যেহেতু লোট প্রভুর নির্দেশিত নির্দেশনা অনুসরণ করেননি বরং তার আকাঙ্ক্ষা অনুসরণ করেছিলেন, তাই তিনি এবং তার পরিবার কঠোর পরিণতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। যেমন শাস্ত্র সতর্ক করে, “এমন একটি পথ আছে যা আপাতদৃষ্টিতে সঠিক বলে মনে হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়” (হিতোপদেশ ১৬:২৫)।

এমনকি যদি তোমার চারপাশের লোকেরা - তোমার বন্ধু, সহপাঠী, অথবা সহকর্মীরা এমন পথ বেছে নেয় যা তাদের নিজের চোখে ভালো বলে মনে হয়, তবুও অন্ধভাবে তাদের অনুসরণ করো না। প্রভুর সন্ধান করো এবং তাঁর নির্দেশনায় সঠিক পথ নির্ধারণ করো। তাহলে তোমার পদক্ষেপ দৃঢ় হবে এবং তোমার যাত্রা আশীর্বাদযুক্ত হবে।

যোনার জীবন থেকে আমরা প্রভুর মহান করুণা, দয়া এবং অবিচল প্রেম সম্পর্কে জানতে পারি।

যোনা নিনভী যেতে রাজি ছিলেন না, যে শহরকে ঈশ্বর তাকে সতর্ক করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

৫০০ মাইল পূর্বে নিনভী যাওয়ার পরিবর্তে, তিনি ২০০০ মাইল পশ্চিমে তর্শিশের দিকে যাওয়ার জন্য একটি জাহাজে উঠেছিলেন - যা সম্পূর্ণ বিপরীতস্থানের দিক নির্দেশনা ছিল। যেহেতু সে ঈশ্বরের পথের পরিবর্তে নিজের পথ বেছে নিয়েছিল, তাই সে বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল।

আজ আমাদের অনেকেই একই রকম পরিণতির মুখোমুখি হই। যখন আমরা ঈশ্বরের দেখানো পথে চলতে অস্বীকার করি এবং একগুঁয়েভাবে আমাদের নিজস্ব পথ বেছে নিই, তখন আমরা বিভ্রান্তি, ক্ষতি এবং অপচয়মূলক সুযোগগুলিকে আমন্ত্রণ জানাই। ঈশ্বরের পরিকল্পনা উপেক্ষা করা এবং তাঁর নির্দেশনায় বিশ্বাস না করা অপ্রয়োজনীয় যত্রনার সৃষ্টি করে।

প্রিয় তরুণ বন্ধুরা, আজ কি তোমরা ঈশ্বরের নির্দেশিত পথে যাত্রা করছো? নাকি তুমি তাঁর কঠোরকে অবহেলা করে নিজেকে কষ্টে ফেলেছো?

**এক মুহূর্ত থামো ! তোমার পথ পরীক্ষা কর।
আপনার পথ এবং তোমার কর্মগুলি ঠিক কর। যখন
তুমি যীশুর উপর বিশ্বাস রাখবে এবং তাঁর প্রকাশিত
পথে চলবে, তখন তুমি স্পষ্টভাবে অনুভব করবে যে
তাঁর হাত তোমাকে নেতৃত্ব দিচ্ছে।**

**“তোমার সমস্ত পথে তাঁকে স্বীকার করো, এবং
তিনি তোমার পথ সোজা করবেন”
(হিতোপদেশ ৩:৬)।**



আবাস তাম্বু

প্রতি মাসে, আমরা ঈশ্বরের তাঁবু এবং এর মধ্যে থাকা বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে শিখছি। এই মাসে, আসুন তাঁবুতে সেবা করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিচারকদের অন্বেষণ করি। তাঁবুটি মিলন তাঁবু নামেও পরিচিত ছিল। এর মধ্যে পরিচর্যা করার জন্য পুরোহিত এবং লেবীয়দের নিযুক্ত করা হয়েছিল।

লেবীয়

লেবি ছিলেন যাকোবের বারো পুত্রের মধ্যে তৃতীয় পুত্র। তার বংশধরদের লেবীয় বলা হত। “লেবি” নামের অর্থ হল যোগদান (আদিপুস্তক ২৯:৩৪)। এই অর্থ অনুসারে, প্রভু লেবীয়দের বাকি ইস্রায়েলীয়দের থেকে আলাদা করেছিলেন এবং তাদের নিজের সাথে যুক্ত করেছিলেন। তাদের যাজকদের তাদের পরিচর্যায় সহায়তা করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল।

লেবীয়দের নির্বাচন (সংখ্যা ৩)

প্রতিটি ইস্রায়েলীয় পরিবার থেকে প্রথমজাত সন্তান দাবি করার পরিবর্তে, প্রভু লেবি বংশকে নিজের জন্য বেছে নিয়েছিলেন। “তারা আমার,” প্রভু ঘোষণা করেছিলেন (গণনাপুস্তক ৩:১২)। লেবীয়দের সম্পূর্ণ রূপে হারোণ যাজক এবং তার পুত্রদের সেবা করার জন্য সমর্পণ করা হয়েছিল।

লেবীয়দের দায়িত্ব

- তারা সমাগম তাঁবু এবং এর আসবাবপত্র রক্ষা করেছিল।
- শুধুমাত্র লেবীয়দের সাক্ষ্য তাঁবুর চারপাশে তাঁবু স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল যাতে এটি

সুরক্ষিত থাকে।

- বহিরাগত দের কাছে আসতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছিল; যদি তারা কাছে আসত, তাহলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত।



- মরুভূমি যাত্রার সময়, লেবীয় দের সমাগম তাঁবুর পবিত্র জিনিসপত্র এবং উপকরণ বহন করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।
- শুধুমাত্র ৩০ থেকে ৫০ বছর বয়সী লেবীয়দের এই পদে সেবা করার এবং দায়িত্ব বহন করার অনুমতি দেওয়া হত।

লেবীয়র পুত্ররা

লেবির পুত্ররা - গের্শোন, কহাৎ এবং মরারি-প্রত্যেকেই আবাস-তাম্বুর উপাদান গুলি রক্ষা এবং বহন করার সাথে সম্পর্কিত নির্দিষ্ট দায়িত্বের জন্য নির্ধারিত পরিবারের প্রধান ছিলেন।

গের্শোনিয়রা

তারা সমাগম তাঁবুর বাইরের আচ্ছাদন গুলির জন্য দায়িত্বে ছিল: প্রবেশপথের পর্দা, উঠোনের পর্দা এবং এর স্থাপনে ব্যবহৃত দড়ি। বাইরের কাঠামোর অন্তর্গত এই জিনিসগুলি দুটি গরুর

গাড়িতে বোঝাই করা হয়েছিল পরিবহনের জন্য। গের্শোনিয়রা পশ্চিম দিকে, সমাগম তাঁবুর পিছনে শিবির স্থাপন করেছিল।

কহাতীয়রা

তারা পবিত্র স্থানের দক্ষিণে শিবির স্থাপন করেছিল। তাদের দায়িত্ব ছিল সবচেয়ে পবিত্র: চুক্তির সিঁদুক, দর্শন-রুটির টেবিল, সোনার বাতিদান, বেদী, ভেতরের পর্দা এবং পবিত্র স্থানে উপাসনার জন্য ব্যবহৃত সমস্ত জিনিসপত্র বহন করা। অন্যদের মতো, তাদের কোনও গাড়ি দেওয়া হয়নি; সবকিছু তাদের কাঁধে বহন করতে হত। কহাতীয়দের সেবার মধ্যে পবিত্রতম জিনিসপত্র অন্তর্ভুক্ত ছিল। যখন শিবির যাত্রা শুরু করে, তখন কেবল হারুন এবং তার পুত্রদের প্রথমে ভিতরে গিয়ে পবিত্র জিনিসপত্র ঢেকে রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কহাতীয়দের এই পবিত্র জিনিসগুলি দেখার বা স্পর্শ করারও অনুমতি ছিল না - এটি করলে মৃত্যু হত। কহাতীয় বংশের মধ্যে অশ্রামের পরিবার ছিল, যার থেকে মোশি এবং হারুনের জন্ম



হয়েছিল- একটি বিশেষ বংশধর।

এই বিষয়টা ভাবুন: তাদের পবিত্র জিনিস দেখতে বা স্পর্শ করতেও নিষেধ করা হয়েছিল। তবুও, আমাদের “দয়া করে অনুগ্রহের সিংহাসনের কাছে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, যাতে আমরা দয়া পেতে পারি এবং প্রয়োজনে সাহায্যের জন্য অনুগ্রহ পেতে পারি” (ইব্রীয় ৪:১৬)। কতই না সৌভাগ্য!

মরারিতীয়রা

তারা পবিত্র স্থানের উত্তর দিকে তাঁবু স্থাপন করেছিল। তাদের দায়িত্ব ছিল পবিত্র তাঁবুর কাঠামোগত উপাদানগুলি পরিবহন করা: কাঠামো, আড়াআড়ি, খুঁটি, ভিত্তি, খুঁটি এবং দড়ি, সেইসাথে উঠোনের খুঁটি এবং ভিত্তি। এই জিনিসগুলি চারটি গরুর গাড়িতে বহন করা হত।

এই কঠোর ব্যবস্থার কারণে, বাইরের কেউ সমাগম তাঁবুর কাছে আসতে পারত না। ইস্রায়েলীয়দের নিজেদের এর কাছে তাঁবু স্থাপনের অনুমতি ছিল না। লেবীয়রা পবিত্র স্থানে প্রবেশ করতে পারত না এবং পুরোহিতরা মহাপবিত্র স্থানে প্রবেশ করতে পারত না। কেবলমাত্র মহাযাজকই মহাপবিত্র স্থানে প্রবেশ করতে পারত, এবং তাও বছরে মাত্র একবার।

কিন্তু আমরা, যারা একসময় জন্মগতভাবে বহিরাগত ছিলাম - অ-ইহুদী, খ্রীষ্ট থেকে অনেক দূরে, ইস্রায়েলের রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন, প্রতিজ্ঞার চুক্তির অপরিচিত, এখন খ্রীষ্টের রক্তের দ্বারা আমাদের নিকটবর্তী করা হয়েছে (ইফিযীয় ২:১১-১৩)।

তাহলে, পুরোহিতরা কারা ছিলেন?

সমস্ত লেবীয় পুরোহিত ছিলেন না। লেবীয়দের মধ্যে কেবল হারোগের বংশধরদেরই পুরোহিতের দায়িত্ব পালনের অনুমতি ছিল (গণনা ৩:১০)।

লেবীয় পুস্তকটি, যদিও লেবীয়দের নামে নামকরণ করা হয়েছে, আসলে পুরোহিতদের নিয়মকানুন এবং কর্তব্য সম্পর্কে। এটি যথাযথভাবে পুরোহিতদের ম্যানুয়াল হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের গুরুত্বপূর্ণ সেবা সত্ত্বেও, লেবীয়দের কখনও অভিষিক্ত করা হয়নি।

কিন্তু আমরা স্বয়ং ঈশ্বরের দ্বারা পবিত্র আত্মা এবং অগ্নি দ্বারা অভিষিক্ত (মথি ৩:১১)।

তাহলে, পুরোহিতরা আসলে কারা ছিলেন?

তাদের দায়িত্ব কী ছিল?

আসুন আগামী মাসের আলোচনায় এই

প্রশ্নগুলির আরও

গভীরে প্রবেশ করব...

ডুমুর গাছ পুনরুজ্জীবিত

নমস্কার, প্রিয় বন্ধুরা, আমাদের প্রভু
যীশু খ্রীষ্টের নামে শুভেচ্ছা...!
“পুনরুজ্জীবিত ডুমুর গাছ”

শিরোনামের এই ঐতিহাসিক প্রতিচ্ছবিটির মাধ্যমে
আপনাদের সাথে উপস্থাপন করতে পেরে আমি আনন্দিত।
এই মাসে, আমরা ইস্রায়েল জাতির পুনর্জন্মের দিকে
মনোযোগ দিচ্ছি - একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক পরিপূর্ণতা যা
আমরা এই পুনরুজ্জীবিত ডুমুর গাছের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে
লক্ষ্য করতে পারি।

বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা, ইহুদিরা যারা ইস্রায়েল নামে
পরিচিত - অনেক দেশে শরণার্থী হিসেবে বসবাস
করত, প্রায়শই প্রচণ্ড কষ্ট, নিপীড়ন, এমনকি ধ্বংসের
মুখোমুখি হত। তবুও, তাদের হৃদয়ের গভীরে, একটি জ্বলন্ত
আকাঙ্ক্ষা ছিল: তাদের নিজস্ব জন্মভূমিতে ফিরে আসা এবং
বসবাস করা। তারা এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য
অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিল।

“তুমি তাদের কাছে এই ভবিষ্যদ্বাণী বল যে, প্রভু সদাপ্রভু
বলছেন, ‘হে আমার লোকেরা, আমি তোমাদের কবর খুলে
সেখান থেকে তোমাদের তুলে আনব। ইস্রায়েল দেশে আমি
তোমাদের ফিরিয়ে আনব। ১৩ আমি যখন তোমাদের কবর
খুলে সেখান থেকে তোমাদের বের করে আনব তখন
তোমরা জানবে যে, আমিই সদাপ্রভু। ১৪ আমার আত্মা
আমি তোমাদের মধ্যে দেব এবং তোমরা জীবিত হবে।
তোমাদের নিজেদের দেশে আমি তোমাদের বাস করাব।
তখন তোমরা জানবে যে, আমি সদাপ্রভুই এই কথা বলেছি
এবং তা করেছি।’”(যিহিষ্কেল ৩৭:১২-১৪)

এই ঐশ্বরিক প্রতিশ্রুতি, ছত্রভঙ্গ ইস্রায়েলীয়দের তাদের
নিজস্ব ভূমিতে প্রত্যাবর্তনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল।

ইহুদিবাদী আন্দোলন এবং একটি জাতীয় স্বপ্ন

১৮৯৭ সালে, ইহুদি জনগণ ইহুদিবাদী আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করে
ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ইস্রায়েলীয়দের পুনরায় একত্রিত করার



এবং তাদের নিজস্ব জাতিতে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে। ফলস্বরূপ,
১৯০১ সালে, বিশ্বব্যাপী ইহুদিদের কাছ থেকে আর্থিক অনুদান
সংগ্রহের জন্য ইহুদি জাতীয় তহবিল তৈরি করা হয়, যা
ইস্রায়েলে জমি কেনার জন্য ব্যবহৃত হত। ১৯০৯ সালের মধ্যে,
তেল আবিব - প্রথম আধুনিক ইহুদি শহর - প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই সময়কালে, বিশ্বব্যাপী ইহুদি জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১ কোটি
৭০ লক্ষ, এবং সংখ্যাটি বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে, দ্বিতীয়
বিশ্বযুদ্ধের সময়, ন্যাৎসি জার্মানিতে হিটলার কর্তৃক প্রায় ষাট
লক্ষ ইহুদি গণহত্যা করা হয়েছিল। ইহুদিরা বিশ্বজুড়ে বাস্তবায়িত
মানুষ হিসেবে ভয়াবহ নির্যাতন এবং অকল্পনীয় দুর্ভোগের
সম্মুখীন হয়েছিল।

ঘটনাবলীর এক ঐশ্বরিক মোড়

১৯১৪ সালে, জার্মানি এবং ব্রিটেনের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়, যার
ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। এই সংঘাতের ফলে বাণিজ্য
ব্যাহত হয়, যার ফলে ব্রিটেন ইউরোপ থেকে গুরুত্বপূর্ণ
আমদানি ছাড়াই পড়ে যায় - যার মধ্যে অ্যাসিটোনও অন্তর্ভুক্ত
থাকে, যা ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ব্যবহৃত বিস্ফোরক তৈরির জন্য
অপরিসংখ্য একটি রাসায়নিক।

সেই সংকটময় মুহুর্তে, ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টারে অধ্যাপক
হিসেবে কর্মরত ডঃ চেইম ওয়েইজম্যান নামে একজন ইহুদি

বিজ্ঞানী ভুট্টা থেকে অ্যাসিটোনসংশ্লেষণের একটি উপায় আবিষ্কার করেন। ব্রিটিশ যুদ্ধ বিষয়ক পররাষ্ট্রমন্ত্রী যখন বৃহৎ পরিসরে উৎপাদনের জন্য তার কাছে যান, তখন ডঃওয়েইজম্যানসফলভাবে তা প্রদান করেন, যার ফলে ব্রিটেন যুদ্ধে কৌশলগত সুবিধা লাভ করতে সক্ষম হয়।

তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ এবং পররাষ্ট্র সচিব আর্থার বেলফোর তাকে পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত নেন। যাইহোক, এই বিজ্ঞানী কোনও ব্যক্তিগত পুরস্কারের কথা অস্বীকার করেন এবং একটি আন্তরিক অনুরোধ করেন: “আমার সহইহুদিরা, যারা বিশ্বজুড়ে শরণার্থী হিসেবে ছড়িয়েছিটিয়ে আছে, তাদের ফিলিস্তিনে বসতি স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হোক” - এমন একটি ভূমি যা এখনও বিশ্ব মানচিত্রে ইস্রায়েল হিসাবে চিহ্নিত হয়নি।

এর উত্তরে, ৯ ডিসেম্বর, ১৯১৭ তারিখে, বেলফোর একটি ঘোষণাপত্র জারি করেন যেখানে বলা হয় যে, ব্রিটিশ শাসনাধীন ফিলিস্তিনে ইহুদিদের বসতি স্থাপন, বাড়িঘর নির্মাণ এবং জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারের কোনও আপত্তি নেই।

একটি জাতির জন্ম হয়

১৯১৮ থেকে ১৯৪৮ সালের মধ্যে, প্যালেস্টাইনে বসতি স্থাপনকারী ইহুদিদের সংখ্যা বেড়ে ৫,৬৫,০০০ এ পৌঁছে ১৯২০ সালে, ব্রিটিশ সরকার ইহুদি বসতি স্থাপনকারীদের একটি অস্থায়ী সরকার গঠনের অনুমতি দেয়। ১৯৪৭ সালে, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে প্যালেস্টাইনকে ইহুদি এবং আরবদের মধ্যে ভাগ করা হবে।

১৯৪৮ সালের ১৪ মে ব্রিটিশ সৈন্যরা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাহার করে নেয় এবং ইস্রায়েলকে একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

“সেই সময় আমি তোমাদের একত্রিত করব; সেই সময় আমি তোমাদের ঘরে ফিরিয়ে আনব। যখন আমি তোমাদের চোখের সামনে তোমাদের ভাগ্য পুনরুদ্ধার করব, তখন আমি পৃথিবীর সমস্ত জাতির মধ্যে লোহিত সাগরের প্রশংসা ও সম্মান তোমাদের দেব,” সদাপ্রভু বলেন। (সফনীয় ৩:২০)

ঠিক যেমনটি প্রভু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, প্রায় ১,৯০০ বছর ধরে মানচিত্র থেকে বিলুপ্ত একটি জাতি অলৌকিকভাবে পুনর্জন্ম লাভ করেছিল। সেই থেকে, ১৪ মে প্রতি বছর ইস্রায়েলে স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

উদীয়মান ডুমুর গাছ

“এখন ডুমুর গাছ থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ করো: যখনই তার ডালপালা নরম হয়ে যায় এবং পাতা বের হয়, তখনই তোমরা বুঝতে পারো যে গ্রীষ্মকাল কাছে এসে গেছে।” (মথি ২৪:৩২)

- ডুমুর গাছ ইস্রায়েলের প্রতিনিধিত্ব করে
- সুবিবেচক শাখা একজন রাজার প্রতিনিধিত্ব করে

ডুমুর গাছের অঙ্কুরোদগম ইস্রায়েল জাতির পুনর্জন্মকে নির্দেশ করে কোমল শাখাটি একজন শাসক - ডেভিড বেন-গুরিয়ন, যিনি ইস্রায়েলের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন - এর নিয়োগকে নির্দেশ করে। যীশু ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে যখন ডুমুর গাছে আবার অঙ্কুরোদগম হবে, তখন তাঁর আগমন নিকটবর্তী হবে। যখন আমরা এই ঘটনাগুলিকে ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে তুলনা করি, তখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে আমাদের প্রভু যীশুর প্রত্যাবর্তন খুব নিকটবর্তী।

যিরূশালেম: ঈশ্বরের নিযুক্ত শহর

৭০ খ্রিষ্টাব্দে, মন্দির এবং যিরূশালেম শহর আগুনে পুড়ে ধ্বংস হয়ে যায়। ১৯৪৮ সালে ইস্রায়েল পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও, জেরুজালেমকে এর রাজধানী করা হয়নি। তবে, ১৯৬৭ সালের ছয় দিনের যুদ্ধে, ইস্রায়েল যিরূশালেমের উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পায়, যদিও এটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজধানী ঘোষণা করা হয়নি।

“যিরূশালেম কে আবার তার নিজস্ব স্থানে - জেরুজালেমে বসতি স্থাপন করবে।” (সখরিয় ১২:৬)

এই ভবিষ্যদ্বাণী গীটি ২০১৮ সাল পর্যন্ত অপূর্ণ থেকে যায়, যখন তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প আনুষ্ঠানিকভাবে যিরূশালেমকে ইস্রায়েলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দেন - ইস্রায়েলের পুনর্জন্মের ঠিক ৭০ বছর পর এটি একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।

সকল প্রজন্মের জন্য একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক চিহ্ন

প্রিয় বন্ধুরা, ইস্রায়েল জাতি - কুন্ডি ফোটা ডুমুর গাছ - ঈশ্বরের বাক্য সঠিকভাবেপূর্ণ হচ্ছে। আমাদের ত্রাণকর্তা যীশুর ভবিষ্যদ্বাণী করা লক্ষণগুলি বাস্তবায়িত হয়েছে। তিনি দরজায়দাঁড়িয়ে আছেন। আসুন আমরা তাঁকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত হই এবং অন্যদেরও একই কাজ করতে সাহায্য করি।

মারানাথা! যীশু শীঘ্রই আসছেন।

যিরূশালেম - মহা অস্থিরতা ও বিজয়ের শহর

- দুবার ধ্বংস হয়েছে
- ২৩ বার অবরুদ্ধ
- ৫২ বার আক্রমণ করা হয়েছে
- ৪৪ বার বন্দীত্ব হয়েছে

প্রার্থনা নির্দেশিকা

জুন ২০২৫

প্রার্থনা তালিকা!

১. আমাদের দেশ জুড়ে ওষুধ কোম্পানি গুলিতে কর্মরত ৬,৫০,০০০ ব্যক্তির মুক্তির জন্য প্রার্থনা করুন।
২. প্রার্থনা করুন যেন ওষুধ প্রস্তুতকারকরা সর্বোচ্চ মানের এবং সততার সাথে ওষুধ উৎপাদন করে।
৩. প্রার্থনা করুন যেন সরকারনিয়ন্ত্রিত ওষুধ উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলিকে চিহ্নিত করে নিষিদ্ধ করে।
৪. আসুন আমরা আমাদের ভূখণ্ড জুড়ে বসবাসকারী ৩৪ মিলিয়ন জেলেদের মুক্তি এবং সুরক্ষার জন্য প্রার্থনা করি।
৫. প্রার্থনা করুন যেন আমাদের মৎস্যজীবীরা কঠোর পরিশ্রম আশীর্বাদপ্রাপ্ত হয় এবং তাদের জীবিকা যেন আরও উন্নত হয়।
৬. মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের শিশুদের জন্য প্রার্থনা করুন যাতে তারা শিক্ষায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে এবং অনুকূল চাকরির সুযোগ পায়।
৭. আমাদের জাতির তরুণদের জন্য প্রার্থনা করুন, যাতে তারা মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পায়।
৮. আসুন আমরা ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপের জন্য প্রার্থনা করি যাতে সড়ক দুর্ঘটনার মাধ্যমে রক্তপিপাসু শয়তানের প্রতিটি চক্রান্ত ধ্বংস হয়ে যায়।
৯. প্রার্থনা করুন যেন সরকার কঠোর ব্যবস্থা নেয় এবং মদ্যপ অবস্থায় বেপরোয়া ভাবেগাড়ি চালানোর লাইসেন্স বাতিল করে।
১০. আসুন আমরা ভারত জুড়ে ৬৫ কোটি নারীর মুক্তির জন্য প্রার্থনা করি।
১১. প্রার্থনা করুন যেন আমাদের দেশের প্রতিটি কোণার নারীরা সকল প্রকার ক্ষতি এবং বিপদ থেকে সুরক্ষিত থাকে।
১২. নারীদের মধ্যে একটি শক্তিশালী আগরণের জন্য প্রার্থনা করুন যাতে তারা ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য নিয়েজেগে উঠতে পারে।
১৩. সকল ধরনের সাইবার অপরাধ প্রতিরোধের জন্য প্রার্থনা করুন, কারণ ভারতে প্রায় ৩০% আর্থিক লেনদেন এখন অনলাইনের মাধ্যমে হয়।
১৪. ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রতারণাকারী সাইবার মাফিয়াদের প্রকাশ এবং নির্মূলের জন্য প্রার্থনা করুন।
১৫. অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ব্যক্তিগত তথ্য এবং আর্থিক তথ্য চুরির বিরুদ্ধে সুরক্ষার জন্য প্রার্থনা করুন।





১৬. প্রার্থনা করুন যে মানুষ যেন বিশ্বউষ্ণায়নের প্রভাবে, যেমন ঘূর্ণিঝড়, বন্যা এবং দাবানল থেকে রক্ষা পায়।

১৭. আসুন আমরা বিশ্ব উষ্ণায়নের পরিবেশগত পরিণতি সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে ধ্রুববর্ধমান সচেতনতার জন্য প্রার্থনা করি।

১৮. ভারত যেন বায়ু দূষণ থেকে রক্ষা পায় তার জন্য প্রার্থনা করুন এবং সরকার যেন অত্যন্ত দূষণকারী শিল্পের বিরুদ্ধে দৃঢ় পদক্ষেপ নেয়।

১৯. বায়ুদূষণের কারণে সৃষ্ট রোগ এবং প্রাণহানি থেকে মানুষের সুরক্ষার জন্য প্রার্থনাকরুন।

২০. দূষণজনিত অসুস্থতায় ভুগছেন এমন ব্যক্তিদের আরোগ্য ও পুনরুদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করুন।

২১. আসুন আমরা প্রার্থনা করি যে, যারা মানব জীবনের মূল্যকে উপেক্ষা করে খাদ্যে ভেজাল মেশায়, তাদের হৃদয় যেন পরিবর্তিত হয়।

২২. ঈশ্বর যেন সরকারি কর্মকর্তা এবং রাজনৈতিক নেতাদের মুখোমুখি হন এবং দোষী সাব্যস্ত করেন যারা লাভের জন্য ভেজাল পণ্য উৎপাদনকে সমর্থন করেন।

২৩. নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হওয়ার প্রারম্ভে, ভারত জুড়ে লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীর পড়াশোনার উপর ঈশ্বরের আশীর্বাদের জন্য প্রার্থনা করুন।

২৪. প্রার্থনা করুন যে প্রতিটি শিক্ষার্থী নিরাপত্তা, সুস্বাস্থ্য এবং সামগ্রিক সুস্থতায় যেন পরিপূর্ণ থাকে।

২৫. স্কুলগুলিতে একটি নিরাপদ এবং ইতিবাচক পরিবেশের জন্য প্রার্থনা করুন এবং শিক্ষার্থীরা তাদের সকল ধরনের দুর্ঘটনা থেকে রক্ষার জন্য প্রার্থনা করুন।

২৬. ভারতের বন্দরগুলিকে সুরক্ষিত করার জন্য ঈশ্বরের সার্বভৌম হাত দ্বারা ঢেকে রাখার জন্য প্রার্থনা করুন।

২৭. বন্দর রুটটি দিয়ে সমস্ত মাদক পাচার এবং অবৈধ পণ্য বন্ড এবং আটকানোর জন্য প্রার্থনা করুন।

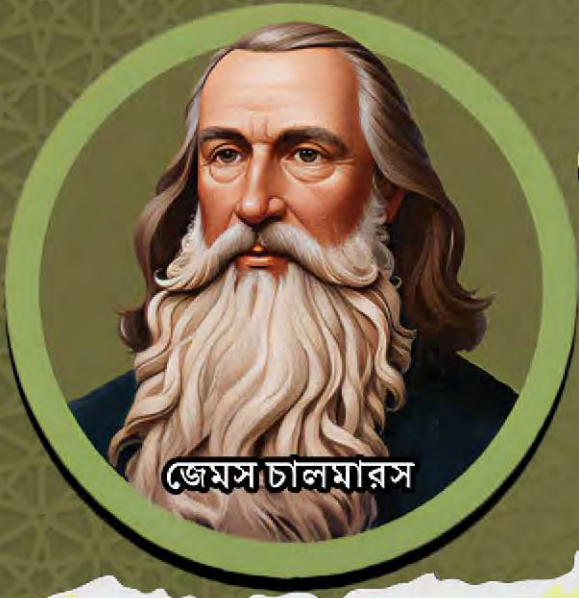
২৮. বন্দরগুলিতে সংঘটিত সকল বেআইনি কার্যকলাপ রোধে সরকারের কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য প্রার্থনা করুন।

২৯. ভারতজুড়ে ডাকাতি ও চুরি রোধ করা হবে এবং প্রতিরোধ করা হবে, এই জন্য প্রার্থনাকরুন।

৩০. যারা এই ধরনের অপরাধে লিপ্ত হয় তাদের জন্য প্রার্থনা করুন যেন তারা অনুতপ্ত হয় এবং পরিত্রাণ লাভ করে।

৩১. আসুন আমরা প্রার্থনা করি যারা তাদের সম্পত্তি বা আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তারা যেন সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধার পান।

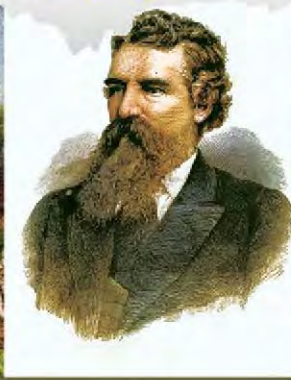




জেমস চালমারস

পুনরুজ্জীবনের বীজ

গত মাসে, আমরা অ্যাডো নিরাম জুডসনের অনুপ্রেরণা মূল কমিশনারি যাত্রা অন্বেষণ করেছিলাম, যিনি কেবল বার্মায় ৬৩টি গির্জা প্রতিষ্ঠা করেননি বরং ১৬৩ জন যাজক এবং পরিচর্যা কর্মীকেও গড়ে তুলেছিলেন, যার ফলে ৭,০০০ এরও বেশি বার্মিজ মানুষ খ্রিস্টের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। এই মাসে, আমরা আমাদের মনোযোগ আরেকজন উল্লেখযোগ্য মিশনারি- জেমস চালমারের দিকে নিবদ্ধ করি এবং তার জীবন ও সেবার গল্প গভীরভাবে অধ্যয়ন করি।



জেমস চালমার্স ১৮৪১ সালের ৪ই আগস্ট আর্দ্রশাইগের শান্ত গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, যা স্কটল্যান্ডের আর্গিল অঞ্চলে অবস্থিত। তিনি ছিলেন একজন পাথরমিস্ত্রীর একমাত্র পুত্র। জেমসের বয়স যখন সাত বছর, তখন তার পরিবার ইনডেরারেতে স্থানান্তরিত হয়, যেখানে তিনি তার স্কুলের পড়াশোনা চালিয়ে যান। তেরো বছর বয়সে, তিনি একই শহরে একটি আইন অফিসে কাজ করার আগে প্রায় এক বছর ধরে একটি স্কুলে ব্যাকরণ নিয়ে পড়াশোনা করেন। কিন্তু আঠারো বছর বয়সে, তার নিজের শহরে অনুষ্ঠিত একটি পুনরুজ্জীবন সভায়, জেমস খ্রীষ্টের রূপান্তরকারী প্রেমের মুখোমুখি হন এবং পরিব্রাজনের অভিজ্ঞতা লাভ করেন সেই সাক্ষাৎ তার জীবনের গতিপথ চিরতরে বদলে দেবে। একটি ঐশ্বরিক আহ্বানে আবৃষ্ট হয়ে, তিনি মিশনারি সেবায় তার জীবন উৎসর্গ করেন। পড়াশোনা শেষ করার পর, তিনি ছাব্বিশ বছর বয়সে লন্ডন মিশনারি সোসাইটিতে যোগদান করেন।

১৮৬৫ সালের ১৭ই অক্টোবর, জেমস চালমারস, জেন হারকাসকে বিয়ে করেন। মাত্র দুই দিন পরে, তিনি দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের রারোটোঙ্গা দ্বীপে ধর্মপ্রচারক হিসেবে যাত্রা করেন, যেখানে খ্রীষ্টের জ্ঞানের কোনও ছোঁয়া কখনো ছিলনা। আদিবাসীদের ভাষায় অসাধারণ গতিতে নিজেকে নিমজ্জিত করে, তিনি তাদের নিজস্ব ভাষায় খ্রীষ্টের প্রেম প্রচার করতে শুরু করেন। দশ বছর ধরে তিনি একজন ধর্মপ্রচারক হিসেবে কাজ করেন রারোটোঙ্গায়, মানুষকে আধ্যাত্মিক অন্ধকার থেকে খ্রীষ্টের আলোয় তিনি টেনে আনেন। সেখানে থাকাকালীন, তিনি তার মিশনের সময় পরীক্ষা এবং বিজয় উভয়েরই মুখোমুখি হয়েছিলেন।

১৮৭৭ সালে, ৩৬ বছর বয়সে, চালমারস-তার স্ত্রীর সাথে অষ্ট্রেলিয়ার উত্তরাঞ্চলের একটি বিশাল দ্বীপ নিউ গিনিতে চলে আসেন। সেখানকার উপজাতি রানর মাংসভক্ষণ অনুশীলন করত বলে জানা যায় এবং তারা নৈতিক পতন এবং ভয়ের মধ্যে বাস করত - সভ্য বিশ্বের কাছে অকল্পনীয় এক নৃশংসতা। বিশাল বিপদ সত্ত্বেও, চালমারস কোনও অস্ত্র বহন করতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন যে যদি তিনি অস্ত্র নিয়ে এগিয়ে আসেন, তাহলে দ্বীপবাসীরা হয় আতঙ্কে পালিয়ে যাবে অথবা ভয়ে প্রতিশোধ নেবে, তাকে আক্রমণকারী ভেবে ভুল করবে।

এই আদিবাসীদের প্রতি গভীর সহানুভূতি সহকারে, তিনি নির্ভীকভাবে খ্রিস্টের প্রেম ভাগ করে নিতে থাকেন। সময়ের সাথে সাথে, তিনি ১০৫ টিরও বেশি প্রত্যন্ত গ্রাম দ্বীপে ভ্রমণ করেন, যেখানেই যেতেন সেখানেই সুসমাচার প্রচার করতেন। প্রায় ৯০টি গ্রামে, তিনিই ছিলেন স্থানীয়দের দেখা প্রথম স্বৈতান্ত্রিক মানুষ - আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, তিনিই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি তাদেরকে যীশুর প্রেমের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

একদিন, জেমস চালমারস নৌকায় করে “গোয়ারিবাড়ি” নামক এক প্রত্যন্ত দ্বীপে রওনা হলেন। তিনি পৌঁছানোর সাথে সাথেই দ্বীপের আদিবাসীরা তাকে ঘিরে ফেলল। বিপদ বুঝতে পেরে, তিনি জাহাজ থেকে নামার সিদ্ধান্ত নেন এবং পরের দিন ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দেন। তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে, ১৯০১ সালের ৮ই এপ্রিল - ইস্টার রবিবার - তিনি সকালের উপাসনা সম্পন্ন করেন এবং আবারও গোয়ারিবাড়ির বিপদজনক তীরে যাত্রা করেন, এবার তিনি সহকর্মী মিশনারি অলিভার টমকিন্সের সাথে খ্রিস্টের পুনরুত্থানের মহিমাযুক্ত বার্তা প্রচার করতে যান।

তাদের আগমনে দ্বীপবাসীরা আনন্দিত হয়ে ওঠে এবং তাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায়, তাদেরকে একটি আনুষ্ঠানিক কুঁড়েঘরে আমন্ত্রণ জানায় যা- ডুবনামে পরিচিত ছিল এবং ঐতিহ্যগতভাবে উপজাতীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং সমাবেশের জন্য ব্যবহৃত হত। তবে, চালমারস এবং টমকিন্স যা জানতেন না তা হল, ডুবুরা নৃশংস আচরণের জন্য কুখ্যাত ছিল যেখানে বন্দীদের মৃত্যু পর্যন্ত লড়াই করতে বাধ্য করা হত এবং অবশেষে উপজাতীয় রীতিনীতির অংশ হিসাবে বলি দেওয়া হত এবং ভস্মীভূত করা হত। তাদের জন্য যে ভয়াবহতা অপেক্ষা করছে তা না জেনে, দুই মিশনারি কুঁড়েঘরে প্রবেশ করেন, ভালোবাসায় ভরা হৃদয়ে, যারা কখনও তা শোনেনি তাদের কাছে খ্রিস্টের বার্তা নিয়ে যান।

কাঠের মূর্তিগুলোর চারপাশে মানুষের খুলির স্তূপ - এক ভীতিকর দৃশ্য। জেমস চালমারস

এবং অলিভার টমকিন্স দৃশ্যটি পর্যবেক্ষণ করলেন, সামান্যতম সতর্কতা ছাড়াই, উপজাতিরা হঠাৎ এক নৃশংস আক্রমণ শুরু করে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাদের দেহ টুকরো টুকরো করে ফুটন্ত স্থূতে ফেলে দেওয়া হয়। ঠিক সেই ইস্টার রবিবারে -

যেদিন খ্রিস্টের পুনরুত্থান চিহ্নিত হয়- এই দুই ব্যক্তি, যারা পুনরুত্থিত প্রভুর ঘোষণা করতে এসেছিলেন, তাদের হত্যা করা হয়েছিল এবং যাদেরকে তারা বাঁচাতে চেয়েছিল তাদের খাদ্য হিসেবে পরিবেশন করা হয়েছিল।

তবুও তাদের আত্মত্যাগ বৃথা যায়নি। জেমস চালমারস এবং অলিভার টমকিন্সের মৃতদেহ বীজ এবং খাদ্য উভয়ই হয়ে ওঠে। তাদের শহীদত্বসংবাদে উদ্দীপ্ত হয়ে, অনেক মিশনারি যীশুর প্রেমের বার্তা বহন করার জন্য নিউ গিনি দ্বীপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সময়ের সাথে সাথে, সেই উপজাতির অসংখ্য মানুষ খ্রিস্টকে তাদের ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করেন।

ফলস্বরূপ, ৭ কোটিরও বেশি লোকের বাসস্থান - সেই দ্বীপে, জনসংখ্যার ৯৬%, যা এখন খ্রিস্টকে গ্রহণ করেছে, তা বিস্ময়কর যীশুর কথাগুলি গভীর তাৎপর্যের সাথে প্রতিধ্বনিত হয়; “সত্যিই, আমি তোমাদের বলছি, যদি না গমের একটি দানা মাটিতে পড়ে মারা যায়, তবে তা একা থাকে; কিন্তু যদি তা মারা যায়, তবে প্রচুর ফল ধরে” (যোহন ১২:২৪)। এই সরল কিন্তু গভীরভাবে শক্তিশালী দৃষ্টান্তটি সবচেয়ে বিনয়ী উপায়ে চিরন্তন সত্য প্রকাশ করে।

জেমস চালমার্সের ত্যাগী জীবনের মাধ্যমে, অগণিত জীবন রূপান্তরিত হয়েছিল এবং বহু লোক খ্রিস্টকে তাদের ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। আজ, সেই দ্বীপটি, যা একসময় সুসমাচার শোনা থেকে বঞ্চিত ছিল, এক আমূল পরিবর্তনের সাক্ষী হয়েছে- যেখানে প্রায় সমগ্র জনসংখ্যা এখন পরিত্রাণের আলোয় পথ চলে।

প্রিয় তরুণরা, ঠিক সেই দ্বীপের মতোই, শহর, গ্রাম এবং জাতি তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। যখন তোমরা তাঁর হাতে নিজেকে সমর্পণ করবে এবং তাঁর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করবে, তখন ঈশ্বর তোমাদের জীবনে মহাশক্তিশালী এবং অকল্পনীয় কাজ করবেন। পৃথিবী অপেক্ষা করছে; তোমরা কি যাবে?



যখন স্বপ্নগুলো উঁচুতে ওঠে, তখন চূড়াগুলো জয় করা হয়!



প্রিয় তরুণ অর্জনকারীরা, ভালোবাসায় ভরা উষ্ণ শুভেচ্ছাজানা ই! প্রতি মাসে আমরা যে মহান অর্জনকারীদের প্রশংসা করি তারা কেবল স্বপ্ন দেখেননি এবং ঘোষণা করেননি যে “আমি সফল হতে পারি” এবং এর মাধ্যমে তারা লক্ষ্য অর্জন করেছে। বরং, দিনরাত অক্লান্ত প্রচেষ্টার মাধ্যমে, তারা এমন ব্যক্তি হয়ে উঠেছেন যাদেরকে বিশ্ব এখন বিস্ময়ের সাথে দেখে। স্বপ্ন + কঠোর পরিশ্রম + নিরলস অধ্যবসায় – এরই সমন্বয় সত্যিকারের সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। আজ, আমি আপনাদের সামনে এমনই একজন বিজয়ী মহিলার অনুপ্রেরণা মূলক জীবন কাহিনী উপস্থাপন করছি।

তামিল নাড়ুর বিরুধুনগর জেলার বাসিন্দা মুথামিজ সেলভি তার কলেজ শিক্ষা সম্পন্ন করেন এবং জাপানি ভাষা আয়ত্ত করেন। পরে তিনি একটি কর্পোরেট সংস্থায় অনুবাদক হিসেবে কাজ করেন, আরামদায়ক এবং সন্তুষ্ট জীবন উপভোগ করেন। তবে, কোভিড মহামারীর সময়, তিনি তার চাকরি ছেড়ে দেন। উল্লেখযোগ্য কিছু অর্জনের আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে জাগ্রত হতে শুরু করলে, একটি নতুন স্বপ্ন জেগে ওঠে: মাউন্ট এভারেস্ট জয় করা।

এটা হঠাৎ করে আসা কোনও প্রবৃত্তি ছিল না। ছোটবেলা থেকেই মুথামিজ সেলভি পাহাড়ে আরোহণের ব্যাপারে খুবই আগ্রহী ছিলেন। সেতার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল, তাই তিনি শীঘ্রই তীব্র প্রস্তুতিতে ডুবে যান।

২০২১ সালে, শ্রীপেরুম্বদুর পাহাড়ে, তিনি মাত্র ৫৮ সেকেন্ডে চোখ বেঁধে ১৫৫ ফুট উচ্চতায় নেমে বিশ্ব রেকর্ড অর্জন করেন। এরপর, হিমাচল প্রদেশের কুলু-মানালির একটি পাহাড় থেকে মাত্র ৫৫ সেকেন্ডে চোখ বেঁধে ১৬৫ ফুট উচ্চতায় নেমে আরেকটি রেকর্ড গড়েন। এরপর তিনি এভারেস্টে আরোহণের তার চূড়ান্ত স্বপ্ন পূরণের জন্য কঠোর প্রশিক্ষণ নেন।

যদি সে পরাজিত হয়ে ফিরে আসত, বলত যে সে এভারেস্টে উঠতে পারবে না তাহলে অনেকেই আবারও বলত, “এজন্যই আমরা বলেছিলাম - এই ধরনের মন্তব্য নারীদের জন্য নয়!” এই ধরনের মন্তব্যের জন্য কখনও জায়গা না দেওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, সে নিজেকে কঠিন কষ্টের মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যায়। এগিয়ে যাওয়ার পথে অনেক হতাশা জন কণ্ঠস্বর শোনা সত্ত্বেও, সে সেগুলিকে উপেক্ষা করে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করত যে সাফল্যের যাত্রায় ভয়ের কোনও স্থান নেই। ২৪শে মে, ২০২৩ তারিখে, মুথামিজ সেলভি মাউন্ট এভারেস্টে আরোহণ করেন। এখানেই থেমে থাকেন নি; ২১শে জুলাই, ২০২৩ তারিখে তিনি ইউরোপের মাউন্ট এলব্রুস (৫,৬৪২ মিটার) আরোহণ করেন। এই কৃতিত্বের পর, তিনি ছয়টি মহাদেশের ছয়টি প্রধান শৃঙ্গ জয় করেন এবং পুনর্নির্মাণ পর্বতারোহীদের ইতিহাসে তার স্থান দৃঢ়ভাবে চিহ্নিত করেন।

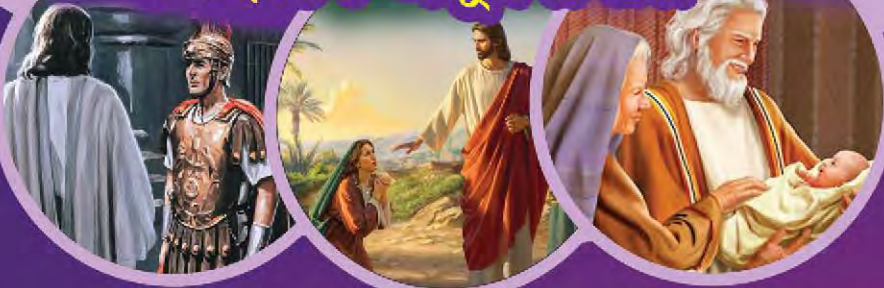
এই লেখাটি পড়া তরুণদের উদ্দেশ্যে: প্রথমে অনেকেই তোমার প্রচেষ্টার বিরোধিতা করবে। কিন্তু একবার তুমি সাফল্যের স্বাদ গ্রহণ করলে, মানুষ বলবে, “আমি সবসময় জানতাম তোমার মধ্যে এটা আছে!” পৃথিবী অসংখ্যভাবে কথা বলবে।

তবুও যদি তুমি অবিরল থাকো এবং তোমার লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখো, তাহলে পৃথিবী নিজেই তোমার পিছনে পিছনে ছুটে আসবে!

কোন প্রবণতানয়আমার বন্ধু

হ্যালো বন্ধুরা, গত মাসে, আমরা আত্মার আদর্শ হওয়ার অর্থ কী তা নিয়ে আলোচিত হয়েছিল। এই মাসে, আসুন আমরা কীভাবে বিশ্বাসের আদর্শ হতে পারি তার অন্বেষণ করি।

বিশ্বাসে অনুকরণীয়



যারা খ্রীষ্টকে চেনে না তারা তাঁকে গ্রহণ করতে দ্বিধা করার অনেক কারণ থাকতে পারে - কিন্তু সবচেয়ে বড় কারণগুলির মধ্যে একটি হল খ্রিস্টীয় সাক্ষীর অভাব। বিশ্বাসীরা যদি সত্যিই খ্রীষ্টের উদাহরণ হিসেবে জীবনযাপন করত, তাহলে অনেকেই ধর্মোপদেশ না শুনেও তাঁকে গ্রহণ করত। মহাত্মা গান্ধী একবার এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, “আমি তোমাদের খ্রীষ্টকে পছন্দ করি; আমি তোমাদের খ্রিস্টানদেরকে পছন্দ করি না। তোমাদের খ্রীষ্টের মতো তোমাদের খ্রিস্টানরা নয়।” অন্য একটি উদাহরণে, তিনি মন্তব্য করেছিলেন, “যদি খ্রিস্টানরা সত্যিই বাইবেলে পাওয়া খ্রীষ্টের শিক্ষা অনুসারে জীবনযাপন করত, তাহলে আজ সমগ্র ভারত খ্রিস্টান হত।”

আমাদের জীবন কেবল অবিশ্বাসীদের কাছে সাক্ষ্যস্বরূপ হওয়া উচিত নয়, বরং সহবিশ্বাসীদের জন্যও অনুপ্রেরণার উৎস হওয়া উচিত। থিসোলোনীয়ান গির্জা ম্যাসিডোনিয়া এবং আখায়ার বিশ্বাসীদের জন্য একটি আদর্শ হয়ে উঠেছে। একইভাবে, আমাদের এমনভাবে জীবনযাপন করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে যাতে অন্যরা আমাদের মধ্যে খ্রীষ্টকে দেখতে পায়। আসুন আমরা বিশ্বাসের প্রতিফলন হতে চেষ্টা করি যা মানুষকে আমাদের দিকে নয় বরং যীশুর দিকে আকর্ষণ করে।

আমাদের বিশ্বাসের আদর্শ হতে বলা হয়েছে। কিন্তু আজ, যখন অন্যরা আমাদের বিশ্বাসের দিকে তাকায়, তখন তারা কি শক্তিশালী হয়, নাকি হোঁচট খায়? প্রতিটি পরিস্থিতিতেই, আমাদের অবশ্যই প্রভুতে স্থির থাকতে হবে। তবুও, কিছু প্রচারক যারা অন্যদেরকে সমস্ত পরিস্থিতিতে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতে উৎসাহিত করেন, তারা যখন আর্থিক প্রয়োজনের মুখোমুখি হন তখন নিজেরাই মানুষের দিকে ফিরে যান। এটি প্রকৃত বিশ্বাসের উদাহরণ নয়।

বাইবেলে, যীশুশতপতির বিশ্বাসে বিস্মিত হয়েছিলেন (মথি ৮:১০)। তিনি কনানীয় মহিলার প্রশংসা করে বলেছিলেন, “তোমার বিশ্বাস মহান” (মথি ১৫:২৮)। অব্রাহাম বিশ্বাস করেছিলেন যে ঈশ্বর তাকে একটি পুত্র সন্তান দেবেন, এমনকি তখন তিনি বৃদ্ধপ্রায় ছিলেন এবং সারার গর্ভ বন্ধ্যা ছিল। সেই অটল বিশ্বাস তাকে আমাদের জন্য একটি স্থায়ী উদাহরণ করে তুলেছিল।

যদিও আমরা বিশ্বাসের এই বীরদের কাছ থেকে শিখতে পারি, আমাদের চূড়ান্ত আদর্শ সর্বদা যীশু হতে হবে। তিনি পিতার উপর সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেছিলেন, তাঁর প্রতি নিখুঁতভাবে আনুগত্য ছিলেন এবং বিশ্বাসের নিখুঁত উদাহরণ হিসেবে আমাদের সামনে রেখেছেন।

প্রিয় তরুণ বন্ধুরা, অন্যরা বিশ্বাসে হোঁচট খায় বলেই আমাদের তাদের অনুসরণ করা উচিত নয়। বরং, আমাদের বিশ্বাসে উদাহরণ হতে বলা হয়েছে, ঠিক যেমন অন্যরা এর দ্বারা শক্তিশালী হয়। যেমন শাস্ত্র ঘোষণা করে, “এই জগৎকে জয় করে আমাদের বিশ্বাস” (১ যোহন ৫:৪)। তাহলে আসুন আমরা আমাদের বিশ্বাসে দৃঢ় থাকি, শত্রুকে পরাজিত করি এবং এমন জীবনযাপন করি যা খ্রীষ্টের সাক্ষ্য দেয় - এমন জীবনযাপন করি যা অনেকে তঁার দিকে আকর্ষণ করে।

আসুন আজই আমরা যীশুর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করার এবং অন্যদের জন্য বিশ্বাসের আদর্শ হয়ে ওঠার সংকল্প করি!

প্রভু যীশু, আমাকে এমনভাবে জীবনযাপন করতে সাহায্য করুন যাতে আপনার মতো আমিও অন্যদের বিশ্বাসের অনুপ্রেরণা হতে পারি।



আমি একজন প্রার্থনা যোদ্ধা

আমার প্রিয় তরুণ-তরুণীরা, ছুটির পর তোমরা নিশ্চয়ই আবার স্কুলে ফিরে এসেছো। এই নতুন শিক্ষাবর্ষে পা রাখার সাথে সাথে তোমাদের সকল প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। প্রতি মাসে, “আমি একজন প্রার্থনা যোদ্ধা” এই প্রতিপাদ্যের অধীনে আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রার্থনা অন্বেষণ করে আসছি। গত মাসে আমরা মধ্যস্থতা প্রার্থনার উপর আলোকপাত করেছি। সেই ধারাবাহিকতায়, এই মাসে, আমরা দেখব যারা উপবাস করেছিলেন এবং প্রার্থনা করেছিলেন তারা কারা ছিলেন, কেন তারা উপবাস করেছিলেন এবং তাদের কাছ থেকে আমরা কী শিখতে পারি।

উপবাসের প্রার্থনা

উপবাস প্রার্থনা হল এমন একটি প্রার্থনা যার মধ্যে ঈশ্বরকে সর্বান্তকরণে খুঁজে পাওয়ার জন্য আমাদের খাদ্য ত্যাগ করা প্রয়োজন। এটি ঈশ্বরের সামনে নিজেদেরকে নম্র করার একটি শক্তিশালী প্রকাশ। যোয়েল ২:১২-১৬ পদে যেমন

উল্লেখ করা হয়েছে, আমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে, উপবাস, রোদন এবং শোক সহকারে ঈশ্বরের কাছে ফিরে যেতে বলা হয়েছে।

বাইবেলে অসংখ্য উপবাসের কথা উল্লেখ আছে, যার মধ্যে রয়েছে ৪০ দিনের উপবাস, ২১ দিনের উপবাস এবং ৩ দিনের উপবাস, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত। প্রতিটি উপবাসের নিজস্ব স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য এবং শক্তি ছিল।

সকলকে তার সামনে মাথা নত করার নির্দেশ দেন। কিন্তু, মর্দখয় মাথা নত করতে অস্বীকৃতি জানান, যা হামানকে ক্ষুব্ধ করে। মর্দখয় একজন ইহুদি জানতে পেরে, তিনি কেবল মর্দখয়কে হত্যা করার জন্যই নয় বরং রাজ্যের সমস্ত ইহুদিদের ধ্বংস করার জন্য একটি দুষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করেন। তিনি মিথ্যা তথ্য দিয়ে রাজা অহশ্বেরশকে চালিত করেন এবং তাদের ধ্বংসের জন্য একটি আইন পাস করতে

রাজি করান। রাজা তার কর্তৃত্ব হস্তান্তর করেন, এবং এইভাবে, একটি আদেশ জারি করা হয় যে সমস্ত ইহুদিদের ১৩ তম দিনে হত্যা করা হবে।



কেন ইস্টের উপবাস করেছিলেন?

ইস্টের নামে একজন যুবতী ইহুদি মহিলাকে শূশন থেকে জেরুজালেমে আনা হয়েছিল এবং রাজা অহসুয়েরসের প্রাসাদে রাণী হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছিল। হামান, যাকে সমস্ত কর্মকর্তাদের উপরে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল, সে অহংকারী এবং হীন হয়ে পড়েছিল।

অদর মাস। প্রথমে, ইস্টের এই আদেশ সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। মর্দখয় তাকে গিয়ে ঈশ্বরের কাছে আবেদন করতে অনুরোধ করলেন।

তার প্রজাদের পক্ষ থেকে রাজা রাজারআহানছাড়া রাজার কাছে গেলে মৃত্যু হতে পারে তা জানা সত্ত্বেও, ইস্টের ঝুঁকি নেওয়ার এবং তার প্রজাদের বাঁচানোর সিদ্ধান্ত নেন। তিনি মর্দখয়ের কাছে একটি বার্তা পাঠান, যেখানে তিনি বলেন, “শূশনে থাকা সমস্ত ইহুদীদের একত্র করো এবং আমার জন্য উপবাস করো। তিন দিন ধরে, রাত্রি বা দিনে, কোন খাবার বা পানীয় গ্রহণ করো না। আমি এবং আমার দাসীরাও একইভাবে উপবাস করব”(ইষ্টের ৪:১৬)। একসাথে, ইস্টের, তার পরিচারিকারা এবং সমস্ত ইহুদী আসন্ন বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে উপবাস করেছিল এবং প্রার্থনা করেছিল।

প্রার্থনার শক্তিতে শক্তিশালী হয়ে, ইস্টের রাজার কাছে যান এবং তাঁর দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পান। ফলস্বরূপ, ইহুদীদের কাছে সাহায্য এবং মুক্তি এসেছিল। হামান, যে তাদের ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করেছিল, মর্দখয়ের জন্য যে ফাঁসিকাঠ প্রস্তুত করেছিল, সেখানেই তাকে বুলানো হয়েছিল। ঈশ্বর ইস্টের এবং তার লোকদের ভাঙা এবং অনুতপ্ত উপবাস প্রার্থনাকে সম্মানিত করেছিলেন (ইষ্টের ৪:১৩-১৬)

**বাইবেল জুড়ে অনেকেই উপবাস ও প্রার্থনা করেছেন।
আসুন আমরা কিছু উল্লেখযোগ্য উদাহরণ দেখি:**

যারা ৪০ দিন উপবাস করেছিলেন

মোশি: সিনাই পর্বতে, মোশি দশ আঙ্গা গ্রহণের জন্য ৪০ দিন ও রাত উপবাস করেছিলেন (দ্বিতীয় বিবরণ ৯)। অবতরণ করে এবং ইস্রায়েলের মূর্তিপূজার পাপ প্রত্যক্ষ করার পর, তিনি রাগে ফলক ভেঙে ফেলেন। এরপর মোশি আরও ৪০ দিন ও রাত উপবাস করেন, লোকদের ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং আবারও আঙ্গা গ্রহণ করেন।



যীশু: তিনিসাড়ে তিন বছরের পার্থিব পরিচর্যা শুরু করার আগে যীশু প্রান্তরে ৪০ দিন উপবাস করেছিলেন। এরপর, তিনি শয়তানের প্রলোভনের মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং জয়লাভ করেছিলেন

(মথি ৪:২, ৮)

যারা ৩ দিন উপবাস রেখেছিলেন

ইস্রা: ব্যাবিলন থেকে জেরুজালেমে বিপজ্জনক যাত্রার আগে, ইস্রা ঈশ্বরের সুরক্ষা কামনা করে তিন দিন উপবাস করেছিলেন (ইস্রা ৮:১৫-২১)।



যোনা: বিশাল মাছের পেটে থেকে, যোনা অনুতপ্ত হন এবং তিন দিন উপবাস করেন, প্রভুর কাছে প্রার্থনা করেন (যোনা ১:১৭)।

পৌল: দামাস্কাসের পথে খ্রিস্টের সাথে তার নাটকীয় সাক্ষাতের পর, পৌল তার জীবনের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসন্ধান করে তিন দিন উপবাস করেছিলেন (প্রেরিত ৯:৯)।

যিহোশাফট: যখন এক বিশাল শত্রু আক্রমণের সম্মুখীন, রাজা যিহোশাফট সমগ্র যিহুদা জুড়ে উপবাস ঘোষণা করেছিলেন। লোকেরা যখন ঐক্যবদ্ধভাবে প্রার্থনা করছিল, তখন ঈশ্বর শত্রু সেনাবাহিনীকে একে অপরের বিরুদ্ধে আক্রমণ করতে এবং নিজেদের ধ্বংস করতে বাধ্য করেছিলেন (২ বংশাবলি ২০:২২)।

দানিয়েল: ঈশ্বরের লোকদের জন্য তাঁর পরিকল্পনাগুলি বোঝার পর, দানিয়েল তাদের জন্য উপবাস এবং আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করার জন্য তার হৃদয় স্থির করেছিলেন (দানিয়েল ৯:৩-২১)।

নহিমিয়: জেরুজালেমের ধ্বংসপ্রাপ্ত দেয়াল এবং পুড়ে যাওয়া ফটকগুলির ভয়াবহ সংবাদ শুনে, নহিমিয় বসে পড়লেন, কাঁদলেন, শোক করলেন, উপবাস করলেন এবং স্বর্গের ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন (নহিমিয় ১:৪)।

বাইবেলে, উপবাস প্রার্থনা ঈশ্বরের নিকটবর্তী হওয়ার জন্য একটি শক্তিশালী অস্ত্র হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। ইস্টের, মোশি, যীশু, পৌল এবং আরও অনেকে উপবাসের মাধ্যমে ঐশ্বরিক অনুগ্রহ অর্জন করেছিলেন। তারা যখনই কোনো সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন প্রতিটি সমস্যা উপবাস প্রার্থনার মাধ্যমে বিজয়ের পথ কে প্রশস্ত করেছিল।

আজও, উপবাস প্রার্থনা বিভ্রান্তি, সংগ্রাম, অন্তহীন সন্দেহ এবং ভয়াবহ পরীক্ষা কাটিয়ে ওঠার শক্তি প্রদান করতে পারে। এটি অস্থাবর পাহাড় সরানোর, পাপের একগুঁয়ে শৃঙ্খল ভেঙে ফেলার এবং অসম্ভবকে অর্জন করার শক্তি বহন করে।

উপবাস রাখুন এবং প্রার্থনা করুন এবং ঈশ্বরের শক্তিশালী হাতের সাক্ষী থাকুন যে আপনি যেখানেই বাধার সম্মুখীন হয়েছেন, প্রতিটি ক্ষেত্রেই সাফল্য এনে দিয়েছে!



পিতৃদিবস

১৫ই জুন

সন্তানের বেড়ে ওঠা এবং নিরাপত্তার ক্ষেত্রে
একজন বাবার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
আমাদের জীবনে একজন বাবার স্থান
অমূল্য, এতে কোন সন্দেহ নেই।

আমাদের বাবার জন্য আমাদের কী করা উচিত?

- ◀ আমরা যেমন আমাদের মায়ের লালন করি, তেমনি আমাদের সেই পিতা-পুরুষদের প্রতিও একই ভালোবাসা, সম্মান এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত যারা তাদের সন্তানদের এবং পরিবারের সুখের জন্য তাদের সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছেন।
- ◀ কিছু মানুষ তাদের মায়েরগভীরভাবে ভালোবাসে কিন্তু তাদের বাবাদের প্রতি একই স্নেহ দেখাতে ব্যর্থ হয়। একজন বাবা নীরবে তার দুঃখ ও যন্ত্রণা সহ্য করে, অভিযোগ না করে তার কর্তব্য পালন করে। আমাদের মায়ের পাশে, আমাদের হৃদয়ে সবচেয়ে কাছের স্থান হলো আমাদের বাবার।
- ◀ যদিও বাবার ভালোবাসা মায়ের মতো কোমল নাও হতে পারে, তবুও তিনিই আমাদের ভেতর থেকে শক্তি জোগায়। তাই আমাদের অবশ্যই তাকে সম্মান জানাতে হবে। তিনি আমাদের হাসি ফুটানোর জন্য তার দুঃখকে চেপে রাখেন। একজন বাবা কেবল কথা দিয়েই নয়, উদাহরণ দিয়েও নেতৃত্ব দেন - তার সন্তানরা তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে। অতএব, প্রতিটি বাবাকে তার সন্তানদের জন্য একজন আদর্শ হতে চেষ্টা করতে হবে।

কজন বাইবেলীয় পিতা যিনি ঈশ্বরীয় উদাহরণ স্থাপন করেছিলেন

১ রাজাবলি ১৫:১১ পদে আমরা পড়ি: “আসা তার পিতা দাউদের মতোই সদাপ্রভুর
চোখে যা ঠিক তাই করতেন।”

আসা তার পিতা দাযুদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন এবং তার পরিবারের জন্য একটি ধার্মিক উদাহরণ স্থাপন করেছিলেন, তাদেরকে প্রভুর আরও কাছে নিয়ে এসেছিলেন। একইভাবে, আসার আগে দাযুদ একজন ধার্মিক আদর্শ হিসেবে জীবনযাপন করেছিলেন। আসা ৪১ বছর ধরে জেরুজালেম শাসন করেছিলেন, এই সময়কালে তার মা মাখা জঘন্য মূর্তিগুলির পূজা করেছিলেন এবং এমনকি তাদের জন্য একটি আশেরার স্তম্ভও স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু আসা সেগুলি ভেঙে ফেলেন, মূর্তিগুলি পুনরায় সরিয়ে দেন এবং তার মাকে রাণীর পদ থেকে সরিয়ে দেন।

এটা অসাধারণ যে আসার জীবনে কেবল তার কথার প্রতিধ্বনিই ছিল না, তার কাজও তার কথারই প্রতিধ্বনি ছিল। তার হৃদয় সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিত ছিল, ঠিক তার পিতা দাযুদের মতো। তার জীবন নিজেই একটি শিক্ষণীয় সাক্ষ্য ছিল।

শুভ পিতৃদিবস!